www.MurchOna.com
ARCHIVES OF EBOOKS, MUSIC & VIDEOS
suman_ahm@yahoo.com

তারায় গ্রহণ হয় না

সমরেশ মজুমদার

টাকার অঙ্কগুলো ক্যালকুলেটারে তুলে যোগ করল রঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকিয়ে উঠল সংখ্যাটা, আটাশ লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশো একত্রিশ টাকা। তিন বেডরুমের এই ফ্ল্যাট, কিছু শেয়ার সার্টিফিকেট ছাড়াও সে ওই টাকার মালিক। প্রথম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল একশ টাকা দিয়ে তেইশ বছর বয়েসে। অর্থাৎ একত্রিশ বছর আগে। তারপর প্রতিটি টাকা শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া, আয়কর দপ্তরের নিয়ম মেনে সঞ্চয়। অর্থাৎ তার কোনও কালো টাকা নেই। এই ফ্ল্যাট বিক্রি করলে কমসে কম বাইশ লাখ পাওয়া যাবে। তা হলে সে হয়ে যাবে আধ কোটি টাকার মালিক। কিন্তু ফ্ল্যাট বিক্রি করার বাসনা রঞ্জনের নেই। আপাতত আড়াই লক্ষ টাকা সঙ্গে থাকলে মাস দশেক চমৎকার কাটানো যাবে।

সকাল নটা। ব্যাঙ্কে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় হাতে আছে। কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। তার টেলিফোন বিল ব্যাঙ্ক পে করে, ইলেকট্রিকের ব্যাপারে কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বলে টাকা দিয়ে যেতে হবে। ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম যেহেতু বছরে একবার দিলেই হয় তাই ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। সবশেষে এবং যেটা খুব কঠিন ব্যাপার তা হল মেয়েকে ব্যাপারটা বলা।

www.MurchOna.com

মেয়ের বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক আগে। সতের বছর রঞ্জন মেয়ের পাশে ছায়ার মতো ছিল। ওর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন ললিতা মারা যায়। রাত্রে টয়লেট গিয়েছিল। হঠাৎ চিৎকার কমোড থেকে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। টয়লেটের দরজা ভেঙে ওকে বেডরুমে নিয়ে এসেছিল রঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর চ্যাটার্জিকে ফোন। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে এসে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, ততক্ষণে শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল ললিতার, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর চ্যাটার্জির গাড়িতেই ওকে নার্সিংহোম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় ওষুধকে প্রাগৈতিহাসিক করে দিয়ে ললিতা চলে গেল ভোরের একটু আগে। ব্যাপারটা অনেকদিন পর্যন্ত দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। ললিতার অসুখটা ঠিক কী ছিল তা নিয়েও অনেক মত। টয়লেটে যাওয়ার আগেও যে মেয়ে রসিকতা করেছিল সে পরের ভোরে নিস্পন্দ এটা মানতে অনেক সময় লেগেছিল রঞ্জনের। শুধু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শক্ত থেকেছে। মেয়ে বড় হল, এম এ পাশ করল, চাকরি করতে গিয়ে প্রেমেও পড়ল। বাবা হিসেবে রঞ্জন যা যা করার তার সবই করেছে। শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কদিন আগে থেকেই মেয়ের কান্না শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার বাবা কীভাবে একা থাকবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই কান্নার জন্ম। তারপর এই দু'বছর ধরে প্রত্যেক সকালে ফোনটা আসে, যাবতীয় খবরাখবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নেয়। বছর পাঁচেক হল রাত্রে খাওয়ার আগে দু-পেগ হুইস্কি নেয় রঞ্জন। বিয়ের আগে মেয়ে সামনে বসে তাকে খেতে দেখেছে। লক্ষ করেছে খাওয়ার পর তার কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা। হয়নি দেখে চোখ পাকিয়ে বলেছে, 'ব্যাস, ওই দুবার, তার বেশি কক্ষনো খাবে না।' এখনও রোজ সকালে ওই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়। 'কাল বেশি খাওনি তো ?' না শুনে হেসে বলে, 'গুড ! তুমি খুব ভাল বাবা।'

মেয়েকে ফোনে বলাই বেশ শক্ত ব্যাপার। সামনাসামনি বলার সাহস নেই রঞ্জনের। আজ সকালেও যখন মেয়ে ফোন করেছিল তখন চেষ্টা করেও বলতে পারেনি রঞ্জন। কিন্তু ওকে না জানিয়ে এতদিন বাইরে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

টেলিফোন বাজল। বাঁ হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো।'

'গুড মর্নিং।' মালিনীর গলা।

'মর্নিং।' সোজা হল রঞ্জন, 'কেমন আছ ?'

'মানে ? আমি কি গতকাল খারাপ ছিলাম ?' মালিনীর গলায় বিস্ময়।

'না, মানে, একটা গোটা রাত আর সকালের এতক্ষণ তোমায় দেখিনি, তাই --।

'পাগল। ব্রেকফাস্ট হয়েছে ?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ। তুমি ?'

'হ্যাঁ, আপেল শেষ হয়ে গিয়েছিল মনে ছিল না। তাই একটা সবেদা আর টক দই।'

'ব্যস। ওইটুকুতে হয়ে যাবে ?'

'হ্যাঁ মশাই। বেশি খেয়ে ধুমসি হই তাই কি তুমি চাও ?' হাসল মালিনী। 'শোন, আমি টেলিফোন অফিস যাচ্ছি। সঙ্গে অবশ্য সেল থাকছে।'

'টেলিফোন অফিস কেন ?' রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল।

'শুনেছি ওদের কাছে টেলিফোন বেশ কিছুদিনের জন্যে জমা রেখে যাওয়া যায়। যে কয়েক মাস থাকব না তার বিল কে মেটাবে। বরং ওদের কাছে থাকলে টাকা বেঁচে যাবে।'

'আমার মতো কর। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে -- ।'

'দূর। হঠাৎ দশ হাজার টাকার বিল পাঠাবে আর ব্যাঙ্ক তাই দিয়ে দেবে। দেওয়ার পর যখন জানতে পারবে তখন কিছু করার থাকবে না। যাক গে, মেয়েকে বলেছ ?'

'নাঃ। বলব বলব করছি।' জিভ শুকালো রঞ্জনের।

'হুঁ। আচ্ছা রাখছি এখন। পরে কথা বলব।' মালিনী ফোন রেখে দিল।

রিসিভার রেখে মিনিটখানেক চুপচাপ বসে রইল রঞ্জন। সে এখনও বলেনি শুনেই মালিনী চটপট ফোন রেখে দিল কেন ? এত অধৈর্য হওয়া কি এই বয়েসে মানায় ?

মিলানের শ্বশুরবাড়ির সবাই বেশ ভাল। জামাই জয়ন্তর তো তুলনাই হয় না। ওর বাবা মা মিলানকে পুত্রবধূ নয়, ঠিক মেয়ের মতো ভালবাসেন। তাই মেয়ে সম্পর্কে রঞ্জনের কোনও দুশ্চিন্তা নেই। মুশকিল হল যত বয়স বাড়ছে তত মিলান মায়ের মতো চেহারা পাচ্ছে। এমনকী হাঁটা চলা, কথা বলার ধরন হুবহু এক। আর এইটেই অস্বস্তি বাড়িয়ে দেয় রঞ্জনের।

ললিতাকে তো সামান্য কয়েক বছরের জন্যে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিল সে। আচমকা ও চলে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে যখন মেয়েকে সে আগলাচ্ছে তখন অনেকেই বলেছিল আবার বিয়ে করতে। কিন্তু বিয়ে করার কোনও তাগিদ রঞ্জন অনুভব করেনি। তখন তিরিশের ঘরে। শারীরিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য একটি মহিলার সঙ্গে থাকার চেয়ে মেয়ের সঙ্গে থাকা অনেক স্বস্তিকর বলে মনে হয়েছিল। নারী-পুরুষের সম্পর্কে শরীর বাদ দিলে

www.MurchOna.com

যে ভালবাসা তার অনেকটাই পুরুষদের ক্ষেত্রে স্নেহ দখল করে থাকে। ললিতা কোনও ভুল করে মন খারাপ করলে রঞ্জন তাকে উদারতা দেখিয়ে বলেছে, 'আহা, ভুলে যাও, ওরকম হয়েই থাকে।' এটা তো স্নেহেরই অভিব্যক্তি। সেটা উপভোগ করার জন্যে মিলান ছিল। আর মিলান যেহেতু তার উপর সব দিক দিয়েই নির্ভর করত তাই উপভোগের পরিমাণটাও বেড়ে যেত। দ্বিতীয় রমণীকে জীবনে আনার ঝামেলা পোয়াতে চায়নি রঞ্জন।

এখন তার এই ফ্ল্যাটে সে একা। সকালে যে মেয়েটি এসে রান্না থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ শেষ করে যায় তার মা আসত ললিতার সময়ে। তাই মেয়েটি প্রায় ঘরের মেয়ে হয়ে গিয়েছে। যাওয়ার আগে ওকে অন্তত দশ মাসের মাইনে আগাম দিয়ে যেতে হবে। ঘড়ি দেখল রঞ্জন। জয়ন্ত এতক্ষণে অফিসে চলে গিয়েছে। ও বাড়িতে দুটো টেলিফোন। মিলানের শোওয়ার ঘরের টেলিফোনে ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়।

কিন্তু কিন্তু করে বোতাম টিপল রঞ্জন। রিং হচ্ছে। তিনবারের পর মিলানের গলা, 'হ্যালো।'

'কী করছিস ?' আস্তে শব্দদুটো উচ্চারণ করল রঞ্জন।

'তুমি অনেকদিন বাঁচবে। তোমার কথা ভাবছিলাম।' মিলান বলল।

'হঠাৎ ?'

'হঠাৎ কেন হবে ? আমি তো প্রায়ই ভাবি।'

হাসল রঞ্জন, 'তা ভাবনাটা কী রকম ?'

'জয়ন্ত অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে, তখন আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব। সারাদিন আড্ডা মারব আর রোজ এক একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাব।' মিলান বলল।

'রোজ বাইরে খেলে শরীর খারাপ করবে। তাছাড়া -- ।' থেমে গেল রঞ্জন।

'প্লিজ বাবা, তুমি এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যেও না।'

'কিন্তু মা, তোকে আমার কিছু কথা বলার ছিল।' রঞ্জন নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

'শুনব। আমি তো কদিন পরে যাচ্ছি, সামনাসামনি শুনব। ওহো, বাবা পরে ফোন করব, শাশুড়িমা ডাকছেন, এখন রাখি। হ্যাঁ।'

www.MurchOna.com

'ঠিক আছে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে মাথা নাড়ল রঞ্জন। এত অস্বস্তি হচ্ছে কেন ? স্বচ্ছন্দে কেন বলতে পারছে না। মিলান আমি কয়েক মাসের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয় তো এলামই, নইলে দশ মাসের পর আসবই। তারপর তোর সঙ্গে কথা হবে। কোথায় যাচ্ছি এখন জিজ্ঞাসা করিস না কারণ আমিই ভাল করে জানি না।

এই কথাগুলো তো এখনই বলা দরকার ওকে। জয়ন্ত বাইরে গেলে ও যদি তার কাছে চলে আসে তা হলে সমস্যা তৈরি হবে। রঞ্জন স্থির করল আজই বলবে, সন্ধেবেলায়।

ব্যাঙ্কে ঢুকে সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল রঞ্জন। তার আড়াই লাখ টাকা দরকার। পুরোটাই ড্রাফ্‌টে। ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। কার নামে এবং কোন ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্ট আছে বললে সুবিধা হয়।'

'আমি কাউকে টাকাটা দিচ্ছি না। কয়েক মাসের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। প্রয়োজন হবে, তখন ড্রাফ্‌ট ভাঙিয়ে নেব।' রঞ্জন বলল।

'যেখানে যাচ্ছেন সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের ব্যাঙ্ক আছে ?'

'আমি জানি না, কোনও বড় শহর নয় তাই না থাকাই স্বাভাবিক।'

'তা হলে ট্রাভেলার্স চেকে টাকাটা নিয়ে যান। অনেকগুলো চেক করিয়ে দিচ্ছি। তাতে ভাঙানোর সুবিধা হবে আবার ড্রাফ্‌ট চার্জ লাগল না।' ম্যানেজার উপদেশ দিলেন।

ব্যাপারটা অনেক বাস্তবসম্মত বলে মনে হল রঞ্জনের। ড্রাফ্‌ট ভাঙিয়ে অতগুলো টাকা সঙ্গে রাখা যাবে না। আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এখন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ছবি দিতে হয়, ওই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে এমন একজনের রেফারেন্স দরকার হয়। যে জায়গায় যাচ্ছে সেখানে এসব জোগাড় করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে ট্রাভেলার্স চেক নিলে যেমন দরকার তেমনি ভাঙানো যেতে পারে। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা মানেই সূত্র তৈরি করা।

সহকারীদের নির্দেশ দিয়ে ম্যানেজার, 'আপনি যাচ্ছেন কোন দিকে ?'

'হিমালয়ের একটা নির্জন শহরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'অনেকদিন থাকবেন ?'

www.MurchOna.com

'কয়েক মাস। কাজকর্ম করব না, পুরোটাই বিশ্রাম।' হাসল রঞ্জন।

'আপনাকে হিংসে হচ্ছে মশাই। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাঝে মাঝেই হিমালয়ে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে ধ্যানট্যান করতেন। আপনার মনেও সেই ইচ্ছে আছে নাকি ?'

'এখনও নেই তবে ওখানে গিয়ে কী হবে তা বলতে পারছি না।'

'এই টাকা শেষ হয়ে গেলে ?'

'চলে আসব।'

'অথবা আমাদের ব্রাঞ্চ আছে এমন জায়গায় গিয়ে সরাসরি চেকে টাকা তুলতে পারেন। এখন কম্পিউটারের সৌজন্যে আপনাদের এই সেবা ব্যাঙ্ক করতে পারছে।'

ট্রাভেলার্স চেকগুলো নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল রঞ্জন। এরকম যাওয়াকে কেউ সহজভাবে নিতে পারছে না। আসলে আমরা অভ্যস্ত নই বলেই নিতে পারি না। বিদেশি ছেলেমেয়েরা যখন পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে পড়ে তখন তাদের ঠিকানা নিয়ে অভিভাবকরা মাথা ঘামায় না।

ফিরে এল রঞ্জন। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই মনে এল, এখন আমি একা। মিলান যতদিন ছিল ততদিন মনে হয়নি কথাটা। ওর বিয়ের পর মাঝে মাঝে একাকীত্ব বেড়ে যেত রঞ্জনের। সেটাও মানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এই দেড় বছর ধরে সেটা ক্রমশ তাকে চেপে ধরেছে। মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করে খেয়ে নিল রঞ্জন। তারপর ট্যুরিস্টব্যুরো থেকে নিয়ে আসা কাগজগুলো নিয়ে বসল। সমুদ্র নয়, প্রথম পছন্দ হিমালয়ের অল্প ঠান্ডা অঞ্চল। এদিকে শিলং থেকে শুরু করে ওদিকের মানালি পর্যন্ত সব জায়গার বিস্তারিত বিবরণ এগুলোতে আছে। কদিন ধরে বারংবার চোখ বুলিয়েও কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। মোটামুটিভাবে স্থির হয়েছে, জায়গাটা হবে পাহাড়ি কিন্তু বেশ ছোট শহর যেখানে ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস ইত্যাদি আছে। ঠান্ডা থাকবে দশ-বারোর মধ্যে। শহরটায় পশ্চিমের ছোঁয়া থাকলে ভাল হয়। শহরের বাইরে মাইল তিনেকের মধ্যে বাগানওয়ালা বাংলো বাড়ি পাওয়া গেলে চমৎকার।

আজ মনে হল দুটো জায়গা এই চাওয়ার কাছাকাছি আসছে। মানালি আর ডালহৌসি। মানালিতে বাঙালি ট্যুরিস্টদের নিয়মিত যাওয়া-আসা। ডালহৌসিতে গিয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা বেশ কম। যাওয়ার ট্রেন দুটো। কালকা মেল আর জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস। খানিকটা নিশ্চিত হয়ে টিভি খুলল রঞ্জন। উত্তমকুমারের সিনেমা দেখাচ্ছে। অন্তত দশবার দেখা ছবিটার এখনও আকর্ষণ উত্তমকুমার। একটা লোক সামান্য কেরানি থেকে লড়াই করে করে বাঙালির ইতিহাসে পাকা জায়গা করে নিল, অর্থ সম্মান এবং ভালবাসা পেল, এমন একটা ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

সম্মান বা ভালবাসা রঞ্জনের কপালে জোটেনি কারণ সে ওসব পাওয়ার মতো কোনও কাজ করেনি। খুব অল্প পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিল ব্যবসা। পুরোনো গাড়ি কিনে সারিয়ে বিক্রি করত। তখন এদেশে মারুতি বা অন্যান্য কোম্পানির কথা শোনা যায়নি। মানুষ পুরোনো গাড়ি কিনত। সেই থেকে গাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসার শুরু। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং রুটে পাঁচটা গাড়ি শাট্‌ল করত। এই করতে করতে জমি কিনল সল্টলেকে। সেটা ওই সময় যখন সল্টলেকের নাম শুনলেই লোকে ঠোঁট বেঁকাতো। পাঁচজনের নামে দশ হাজার করে কাঠা জমি ম্যানেজ করতে পেরেছিল রঞ্জন। দুটো প্লট সে বিক্রি করেছে বছর পাঁচেকের মধ্যে, এখন যা জলের দাম বলে মনে হয়। বাকিগুলো তাকে ভাল টাকা দিয়েছে। ললিতাকে বিয়ে করার সময় তার স্বাচ্ছন্দ্য তেমন না থাকলেও অভাব ছিল না।

www.MurchOna.com

মিলানকে বড় করতে করতে এক সময় মনে হল যা পাওয়া গিয়েছে তা তো পাওয়ার কথা ছিল না। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে এসে মনে হয়েছিল সামনে তাকাবার বছর আর তেমন নেই। এখনও পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করার কোনও মানে হয় না। যা আছে তা অক্ষত রেখেই জীবন শেষ করা যাবে। এই বাকি জীবনটা বই পড়ে, গান শুনে আর দেশ দেখে চমৎকার কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কেডস আর সাদা শর্টস পরে হাঁটতে বের হয় সে। যেদিন ঘুম থেকে উঠে বৃষ্টি দেখে সেদিন কী আরাম। আটটা অবধি বিছানায় পড়ে থাকা যায়। মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে এসে চা খেতে খেতে মালিনীকে ফোন করে। দুচারটে কথার পর রিসিভার রেখে দিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। সেটা শেষ করতে না করতে মেয়ের ফোন আসে। অন্তত দশ মিনিট ধরে মেয়ে তাকে উপদেশ দিয়ে যায়। বিয়ের পর হঠাৎই যেন বেশ বড় হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। কাল রাত্রে ক' পেগ খেয়েছিলে ? তিন ? উঃ বাবা। আজ সকালে তিন কিলোমিটার হেঁটেছ ? গুড, শোন, দুপুরে ঘুমাবে না। বই পড়বে। ও হ্যাঁ, আজ টিভিতে শোলে দেখাবে। দুপুর কেটে যাবে।

রঞ্জন কোনও প্রতিবাদ না করে মেয়েকে জানায় প্রত্যেকটা কথা মান্য করবে। মেয়ের ফোন রেখে দেওয়ার পর অনেকটা সময় ঢিলেঢালা কাটায়।

বইয়ের আলমারির ধুলো ঝাড়া হয়নি অনেকদিন। গতবার এসে মেয়ে বলে গেছে জানলা দরজার পর্দা বদলাতে হবে। কিন্তু এখন ওসব করে কোনও লাভ নেই। বদলাতে হয় দশ মাস পরেই বদলাবে।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে টেবিলে বসল রঞ্জন। এই দশ মাসে তার কী কী জিনিস লাগতে পারে ? শার্ট-প্যান্ট, জুতো-চটি থেকে ওষুধ। কোনওদিন কোনও সমস্যা হয়নি কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে একটা ইনস্যুরেন্স করাতে গিয়ে ইসিজি রিপোর্ট দিতে হয়েছিল। তখন দেখা গেল তার হার্ট সামান্য অস্থির। ভয়ের কোনও কারণ নেই। চল্লিশ পার হলে পঁচানব্বই ভাগ মানুষের ওরকম হয়। কিন্তু রোজ সকালে একটা করে ট্যাবলেট খেয়ে যেতে হবে আমৃত্যু। যেখানে যাবে সেখানে যদি ওষুধের দোকান না থাকে অথবা থাকলেও এই ওষুধ না পাওয়া যায় ? অতএব দশ মাসের ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে হবে। লিস্টটা বানাতে দুপুর কেটে গেল।

মালিনী যে পাড়ায় থাকে তাকে কসমোপলিটন পাড়া বলা যেতে পারে। ফলে বউবাজার, শ্যামবাজার অথবা ভবানীপুরের মতো পাড়ার মধ্যে সমাজ তৈরি হয়নি সেখানে। প্রত্যেক সপ্তাহে দুদিন দেখা হয় তাদের। একদিন রঞ্জন যায় বিকেল বিকেল, নটায় বেরিয়ে আসে, আর একদিন ওরা দেখা করে ফ্লুরিস রেস্তোরাঁয়। ঘন্টা দুয়েক চমৎকার কাটে। এই যে

www.MurchOna.com

প্রতি সপ্তাহে সে একজন একা থাকা মহিলার কাছে যাচ্ছে, আড্ডা মারছে, তা নিয়ে পাড়ার লোকের কোনও দুশ্চিন্তা নেই। শ্যামবাজার বা ভবানীপুর হলে তাদের চিন্তার অন্ত থাকত না।

বিকেল হতেই বাড়ি থেকে বের হল রঞ্জন। কিছুদিন আগে মিলান যে নীলসাদা টি শার্ট কিনে দিয়েছিল সেটা পরতেই মনে হল বয়স অনেকটা কমে গেল। আজকাল ভিড় বাসে চড়তে ইচ্ছে করে না। ট্যাক্সি নিল রঞ্জন।

মালিনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ট্রেনে। মিলানের বিয়ের আগে। তখনও ব্যবসা শেষ করেনি রঞ্জন। গোটাবে গোটাবে ভাবছে। মেয়ের জন্য কলকাতার বাইরে রাত কাটানো সম্ভব ছিল না। যেখানেই থাক রাত্রে বাড়িতে ফিরতে হতই। ভোরের ট্রেন ধরে যেতে হয়েছিল জামশেদপুরে। তার ফিরে আসা পর্যন্ত কাজের লোক থাকবে মেয়ের সঙ্গে। সারাদিন ধরে কাজ করে সন্ধের ট্রেন ধরেছিল সে। রাত দশটা সওয়া দশটায় হাওড়ায় পৌঁছে যাওয়ার কথা।

এসি চেয়ারকারের নিজের সিটে বসতেই মালিনীকে দেখতে পেয়েছিল সে। মধ্যবয়স্কা গম্ভীর মুখের সুন্দরী মহিলা। তাকালেই বোঝা যায় রুচি এবং ব্যক্তিত্ব ওঁকে আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা করেছে। মালিনীর তাকে একবার দেখেছিল।

ঘাটশিলা স্টেশনে তিনজন উঠল। তিনজনই বাঙালি। সিটে বসে জোরে জোরে কথা বলছে। তর্ক করছে কোনও প্রদেশের মেয়ে দেখতে বেশি সুন্দরী ? কারা বেশি সংসারী ? ক্রমশ আলোচনা একটু অশ্লীলতার দিকে এগোল। এই সময় প্রতিবাদ করল মালিনী। ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল, 'এসব আলোচনা আপনারা নিজেদের বাড়িতে করলেই ভাল হয়।'

একজন ফুঁসে উঠল, 'কেন ? আপনার গায়ে ফোসকা পড়ছে কেন ?'

'কারণ আপনারা শালীনতার সীমা ছাড়াচ্ছেন।'

'মোটেই না। আমরা টিকিট কেটে ট্রেনে যাচ্ছি। নিজেদের মধ্যে কথা বলার স্বাধীনতা আমাদের আছে। আপনাকে তো ডিস্টার্ব করছি না।'

'করছেন।'

'ও। বুঝতে পেরেছি। বাঙালি মেয়েদের ফিগার খুব খারাপ হয়, পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো আকর্ষণীয় হয় না বলায় আপনার খারাপ লেগেছে। আরে যা সত্যি তাই বলেছি। আয়নার

www.MurchOna.com

সামনে দাঁড়ালে নিশ্চয়ই আপনি আমার বক্তব্য মেনে নেবেন।'

এবার প্রতিবাদ না করে পারেনি রঞ্জন, সেটা করতেই ঝামেলা বাড়াল ওরা।

একা রঞ্জন, আর ওরা তিনজন। অন্য যাত্রীরা নির্বিকার মুখে বসে, যেন চোখে দেখছেন না, কানে শুনছেন না। মালিনী তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা চুপ করে আছেন কেন? এই ভদ্রলোক একা প্রতিবাদ করছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে?' তাতেও কাজ হল না।

হাতাহাতি হয়ে যাচ্ছিল। হলে অবশ্য আহত হত রঞ্জন। কিন্তু সেটা হল না একজন বিশাল চেহারার সর্দারজির জন্যে। দুটো হাত দিয়ে ওদের সরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক অনায়াসে। মেশিনগানের গুলির মতো পাঞ্জাবি শব্দ বেরতে লাগল তাঁর মুখ থেকে। লোক তিনটে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের সিটে বসতে বাধ্য হল। সর্দারজি ফিরে গেলেন ওপাশে। ট্রেন চলছিল। রঞ্জন নিজের মনেই বলল, 'এই জন্য ছেলেবেলা থেকেই প্রত্যেক বাঙালির উচিত ব্যায়াম করা। একজন পাঞ্জাবি যা পারেন আমরা তা পারি না।

কথাগুলো শুনে মালিনী হাসল, 'আবার বাঙালি যা পারে তা অন্যরা পারে না। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'শুনতে তো আমারও খারাপ লাগছিল কিন্তু প্রতিবাদ প্রথমে আপনি করেছেন।' টুকরো টুকরো কথা চলছিল। যেমন হয়।

হাওড়ায় ঢোকার কিছু আগেই বোঝা গেল এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ভেতরে বসে থাকলে বাইরের পৃথিবীর চেহারা স্পষ্ট বোঝা যায় না। টয়লেটে যাবে বলে বেরিয়েছিল রঞ্জন, খোলা দরজার ওপাশে প্রলয় হতে দেখল। রেললাইনের দুপাশে জল জমে গেছে প্রচুর। বিদ্যুতের ঝলকানিতে বোঝা গেল।

ফিরে গিয়ে খবরটা দিল মালিনীকে।

মালিনী বলল, 'সর্বনাশ। তা হলে কী হবে? ট্যাক্সি পাবো?'

রঞ্জন বলল, 'সমস্যা বাড়বে। চলুন, দেখি।'

এত মানুষ হাওড়া স্টেশনে কখনও দ্যাখেনি রঞ্জন। এত রাত্রেও সবাই ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে বৃষ্টির জন্যে। ট্যাক্সিওয়ালা এই সময় আর আইন মানছে না। চল্লিশ টাকার দুরত্বে যেতে চারশো চাইছে। মালিনীর সঙ্গে একটা ব্যাগ। তার মুখে দুশ্চিন্তা।

www.MurchOna.com

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'যদি কিছু মনে না করেন, কোন দিকে যাবেন ?'

'রিচি রোড। কিন্তু এই অবস্থায় যাব কী করে ?'

'বাড়ি থেকে কারও নিতে আসার কথা ছিল ?'

‘না। সেরকম কেউ নেই আর থাকলেও রাত দশটার সময় হাওড়া থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফেরার অভ্যেস আমার আছে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি কখনও হয়নি।’

একজন ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করতে গিয়ে কথা গিলে ফিরে এল রঞ্জন। উন্মাদের মতো টাকা চাইছে লোকটা। সেইসময় হঠাৎ খেয়াল হল। মালিনীকে বলল, ‘চলুন তো, ভেতরে গিয়ে দেখি।’

‘ভেতরে গেলে কী পাবেন ?’ মালিনী অবাক।

‘আছে আছে, আসুন না, একটা চান্স -- ।’

রাত্রের শেষ ট্রেন ধরে পুরী বা আরও দূরে যারা যাবেন তাঁদের জন্যে ট্রেন অপেক্ষা করছে প্ল্যাটফর্মে। যাঁদের গাড়ি আছে তাঁরা বাইরে না নেমে টিকিট কেটে গাড়ি নিয়ে চলে আসছেন প্ল্যাটফর্মের ধারে। তারা ট্রেনে উঠে পড়তে গাড়ি ফিরে যায় বাড়িতে। রঞ্জন লক্ষ করছিল। দুজন প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়া মারুতি ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তাঁদের ড্রাইভার কামরা খুঁজে বের করে মালপত্র সমেত সেখানে তুলে দিল। ড্রাইভারটির বয়স বেশি নয়। এসি কামরায় ওরা ঢুকে গেলে ছেলেটি গাড়ির কাছে ফিরে এল। রঞ্জন এগিয়ে গেল ওর কাছে, ‘একটা কথা বলব ভাই ?’

‘বলুন।’ ছেলেটা দরজা খুলল।

‘আপনি কোন দিকে ফিরবেন ?’

‘বেলতলা, ভবানীপুর।’

‘আমরা খুব মুশকিলে পড়েছি, বৃষ্টির জন্যে ট্যাক্সি পাচ্ছি না, যদি একটু সাহায্য করো !’

‘এটা প্রাইভেট গড়ি, মালিক জানলে আমার চাকরি যাবে।’

‘অ। আপনি যাঁদের ট্রেনে তুলে দিলেন ?’

www.MurchOna.com

'মালিকের বাবা-মা।'

'ওঁদের অনুমতি যদি নিয়ে আসি?'

ছেলেটি মালিনীর দিকে তাকাল। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'উঠুন।'

একেই বলে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। রঞ্জন মালিনীকে ইশারা করল উঠতে। ওঠার পর বলল, 'ইনি বেলতলা পর্যন্ত যাবেন। ওখানে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পেয়ে যাব। আপনাকে রিচি রোডে নামিয়ে আমি ঢাকুরিয়া চলে যাব।'

চাপা গলায় মালিনী জানতে চাইল, 'কত দিতে হবে?'

গলা নামাল রঞ্জন, 'এখনও কিছু বলেনি।'

মারুতি ভ্যান ততক্ষণে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাওড়ার দিকে যাচ্ছে। বড়বাজার ছাড়িয়ে ব্র্যাবোর্ন রোডে পড়ে ছেলেটা বলল, 'কীভাবে গাড়ি চালিয়ে এসেছি ভাবতেই পারবেন না। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এক হাঁটু জল। ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে হরিশ মুখার্জি ধরতে হবে।'

একটু বাদেই ঢেউ দেখতে পেল। রাত তখন প্রায় এগারোটা। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি আটকে, নৌকোর মতো ভাসতে ভাসতে আশুতোষ কলেজের পাশে পৌঁছাতে পারল ওরা। আলো নিভে গেছে, ট্যাক্সির কোনও পাত্তাই নেই।

'বেলতলা এসে গেছে না?' মালিনী জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ দিদি। কোথায় যাবেন আপনারা?'

'আমি রিচি রোডে।'

'ও, কাছেই। চলুন নামিয়ে দিই।'

শুনে মালিনী এমন স্বস্তির শ্বাস ফেলল যে রঞ্জনের কানে এল।

'বাঁ দিকে রাখুন ভাই।' মালিনী বলল।

গাড়ি থামল। মালিনি গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কত দেব ভাই?'

www.MurchOna.com

'আপনি আমার চাকরি খাবেন দিদি ?' ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'চলি।'

গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেল ছেলেটা। রঞ্জন বলল, 'আশ্চর্য।'

'সত্যি ভাবা যায় না। তবে এরা আছে বলে পৃথিবীটা এখনও ঠিকঠাক চলছে। ও পাঁচশো চাইলেও দিতাম। ও যে টাকা নিয়েছে ওর মালিক জানতেও পারত না। কিন্তু আপনি কীভাবে যাবেন ? অবশ্য কতদূরে যাবেন তাও জানি না।'

'আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। ট্যাক্সি পেয়ে যাব। কিন্তু -- ।'

মালিনী তাকাল।

রঞ্জন হাসল, 'আমরা বোধহয় কেউ কারও নাম জানি না।'

'ও, তাই তো। দেখুন কাণ্ড। আমি মালিনী ব্যানার্জি। এই বাড়ির তিনতলায় ডানদিকের ফ্ল্যাটে থাকি।'

'আমি রঞ্জন রায়।' নিজের কার্ডটা পকেট থেকে বের করে দিল রঞ্জন, 'আচ্ছা একসঙ্গে এসে খুব ভাল লাগল। নমস্কার।

হাজরা রোডেই ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল। দশ টাকা বেশি দিয়ে বাড়িতে পৌঁছালো রাত সাড়ে বারোটায়। মিলান তখনও জানলায়। দরজা খুলে চেঁচালো, 'উঃ, আমি কী ভাবছিলাম।'

মেয়ের মাথায় হাত রেখে রঞ্জন হাসল, 'খেয়েছিস ?'

'বাঃ। তুমি না এলে কেন খাবো ?'

অতএব চটজলদি বাথরুম থেকে বেরিয়ে খেতে বসতে হল। জামশেদপুরের গল্প, বৃষ্টির গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ হতেই টেলিফোন বাজল। মিলান অবাক হল, 'এত রাতে ফোন ?'

রঞ্জন বলল, 'দাঁড়া আমি দেখছি। রং নম্বর হওয়াই স্বাভাবিক। যা বৃষ্টি।'

রিসিভার তুলে সে হ্যালো বলতেই ওপাশের যে নারীকণ্ঠ নম্বর যাচাই করলেন তাঁর গলা চিনতে ভুল হল না। রঞ্জন হাসল, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ। বলুন, রঞ্জন বলছি।'

'ও, ঠিকঠাক পৌঁছলেন কিনা জানার জন্যে বিরক্ত করে ফেললাম।' মালিনী বলল।

www.MurchOna.com

'না না। মোটেই বিরক্ত হইনি। ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ভাল। তাহলে রাখি। শুভরাত্রি।' রিসিভার রেখে দিল মালিনী।

মিলান জিজ্ঞাসা করল, 'কে গো?'

'একজন ভদ্রমহিলা। ট্রেনে আলাপ। আমার কার্ড দিয়েছিলাম। ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করছেন ঠিক পৌঁছেছি কিনা। এরকম ভদ্রতা তো আজকাল উঠেই যাচ্ছে।'

সেই প্রথম আলাপ। সেই রাতেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যেতে পারত। সাধারণত তাই হয়ে থাকে। কিন্তু পরদিন সকালে টেলিফোনের সি এল আই থেকে মালিনীর টেলিফোন নম্বর টুকে রেখেছিল রঞ্জন। এই যন্ত্রে কোনও ফোন এলে তার নম্বর ফুটে ওঠে। তারপর কয়েক মাস কেটেছিল মেয়ের বিয়ের আয়োজনের ব্যস্ততায়। একা মানুষ রঞ্জন চোখে অন্ধকার দেখেছিল। বিয়ের কার্ড লিস্ট অনুযায়ী সবাইকে ক্যুরিয়ার মারফত পাঠিয়ে জনে জনে টেলিফোন করছিল নিজে না যেতে পারার অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা চাইতে। তখনই মালিনীর কথা মনে এল। খুব ইচ্ছে হল মালিনীকে নেমন্তন্ন করতে। টুকে রাখা নম্বরটাকে কাজে লাগাল সে।

কিন্তু ওপারে রিং হয়ে গেল। পর পর কয়েকবার। হয়তো তখন বাড়িতে নেই ভেবে বিভিন্ন সময়ে, এমনকী রাত্রেও ফোন করে ফোন সাড়া পেল না। শেষ পর্যন্ত নিজেই হাজির হল রিচি রোডে। অত রাত্রে দেখলেও বাড়িটাকে চিনতে অসুবিধা হল না। সামনের লেটার বক্সে মালিনীর নাম, দারোয়ান গোছের একটি লোক জানাল, 'দিদি জামশেদপুরে গিয়েছেন। দিদির দিদি থাকেন সেখানে। কবে ফিরবেন বলে যাননি।' অতএব নেমন্তন্নপত্র লেটার বক্সে ঢুকিয়ে চলে এসেছিল রঞ্জন।

বিয়ে হয়ে গেল। মিলান চলে গেল শ্বশুরবাড়িতে। হঠাৎ এক সকালে বেল বাজল। দরজা খুলে রঞ্জন অবাক, মালিনী দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা প্যাকেট।

'আসুন আসুন' উচ্ছ্বসিত হল রঞ্জন।

'ক্ষমা প্রার্থী'। ফিরে এসে গতকাল কার্ড পেলাম। আমার মতো প্রায় না চেনা একজনকে মনে রেখে নেমন্তন্ন করেছেন দেখে খুব খুশি হয়েছি।' ভেতরে এল মালিনী, জানি দেরিতে এসেছি, মেয়ের এখানে থাকার নয়। তবু --।' প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল মালিনী, 'ওকে দিয়ে দিলে খুশি হব।'

আপত্তি করতে চেয়েও পারল না। উপহার নিল রঞ্জন। মালিনীকে বসতে বলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কী খাবেন বলুন ? চা না কফি ?'

'থাক না। বরং আপনার মিসেসকে ডাকুন, আলাপ করে যাই।'

www.MurchOna.com

মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে তাকান রঞ্জন, 'ও ওখানে।'

'সেকি ?' চমকে উঠল মালিনী।

'আচমকা চলে গিয়েছিল, সেইসময় মিলান পাঁচ বছরের। এতকাল ওর সঙ্গেই ছিলাম। এখন ও ওর জায়গায় চলে গেল। আমি স্বাধীন হলাম। কিন্তু এই চারদিনেই মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে। একা এই ফ্ল্যাটে কীভাবে থাকব ভাবতে পারছি না। যদিও জানি সময় সব ঠিক করে দেয়। তবু --।' রঞ্জন কথা শেষ করল না।

আধঘন্টা ছিল মালিনী। কফি এবং বিস্কুট খেয়ে চলে গেল। তাকে ট্যাক্সি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল রঞ্জন, 'সত্যি বলছি, খুব ভাল লেগেছে আপনি আসায়।'

ট্যাক্সিতে উঠে মালিনী হাসল, 'চলি, আবার দেখা হবে।'

আবার দেখা হবে। তিনটে শব্দ যেন অনেক শক্তি যোগালো রঞ্জনকে।

দ্বিরাগমনে এসে মিলান প্যাকেট দেখে খুব খুশি। চারটে বই দিয়েছে মালিনী। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বিভূতিভূষণের দেবযান, অখণ্ড গীতবিতান এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। মিলান বলল, 'কী ভাল। বাবা, আমার উচিত ওঁকে ফোন করা।'

'বেশ। করো।' নম্বর এসে দিল রঞ্জন।

নম্বর টিপল মিলান। মাথা নাড়ল রিং হচ্ছে শুনে। তারপর হাসল, 'হ্যালো। আপনি কি মালিনী --! না, মানে, আমার নাম মিলান।'

মালিনী হাসলেন, 'ও মিলান! দ্বিরাগমনে এসেছ তুমি ?'

'হ্যাঁ। আপনার উপহার পেয়ে খুব ভাল লাগল। দারুণ।'

'খুশি হলাম। আজকের মেয়েরাও তাহলে বই পেয়ে আনন্দ পায়।'

'আমি পাই।'

'তোমার বিয়ের কার্ড পেয়েছি বাইরে থেকে ফিরে আসার পর।'

'হ্যাঁ। কিন্তু যেদিন এলেন সেদিন আমি থাকলে আরও ভাল লাগত।'

www.MurchOna.com

'নিশ্চয়ই একদিন দেখা হবে।' হাসল মালিনী।

'আপনাকে আমি কীভাবে সম্বোধন করব ?'

'আমাকে মালিনী মাসিমা বললে খুশি হব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

রিসিভার রেখে উচ্ছ্বসিত মিলান, 'কী চমৎকার কথা বলেন, কী মিষ্টি গলা। দেখতেও খুব সুন্দর, না বাবা ?

'তোর মতো নয়।' রঞ্জন হাসল।

'ধ্যাৎ।' মিলান বইগুলো নিয়ে বসল।

টেলিফোনে কথা হয়। একটু একটু করে মালিনীর কথা শোনে রঞ্জন। মালিনী ডিভোর্সি। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় আলাপ এবং প্রেম। ভদ্রলোক চমৎকার কথা বলত। অনেক পড়াশুনো ছিল। প্রেমপর্ব চলাকালীন কখনই মালিনীর হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশ স্পর্শ করেনি। ভাগ্য ভাল ছিল। পড়াশুনা শেষ করার বছর খানেকের মধ্যেই দুজনে চাকরি পেয়ে গেল। কলকাতার রিচি রোডের বাড়িটা মালিনীর বাবার। বাবা চলে গিয়েছেন কলেজে পড়ার সময়। মা ছিলেন। মা মেনে নিলেন মেয়ের ইচ্ছে।

বিয়ের পর মালিনীর বাড়িতেই চলে এলেন তার স্বামী। মাকে একা রেখে কলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকার কোনও মানে হয় না। ভদ্রলোক চাকরি পেয়েছিলেন খবরের কাগজে। সন্ধের পরে চলে যেতেন অফিসে। ফিরতেন ভোরে। রোজই নাকি নাইট ডিউটি থাকত তাঁর। ফিরে এসেই বিছানায় যেতেন। মালিনী অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর উঠতেন। রবিবার এলেই যেন ভদ্রলোক সমস্যায় পড়তেন। সেদিন হয় তার পেট খারাপ হত নয় মাথা ধরত। শেষ পর্যন্ত রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। প্রেমিক হিসেবে চমৎকার মানুষটি পুরুষ হিসেবে অক্ষম। আর এই অক্ষমতার কথা তিনি জানতেন তরুণ বয়স থেকেই। কিন্তু মালিনীর প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ তাঁকে সত্যি কথাটা প্রকাশ করতে দেয়নি। ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়েছিল মালিনী। চিরকাল শুনে এবং ভেবে এসেছে যে, শরীরের চেয়ে মনের মূল্য ঢের বেশি। শারীরিক সম্পর্ক না করেও যদি মনের মিল হয়ে থাকে তা হলে সেটাই তো আনন্দের। কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশিত হওয়ার পর ভদ্রলোক সহজ। ঘুমন্ত ঠোঁটে চুমু খেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর মন বিদ্রোহ করে বসল মালিনীর। স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তার শরীরে আগুন জ্বালিয়েই সরে যেতে পারেন ভদ্রলোক, তাতে তাঁর সাধ মিটে যায়, কিন্তু সেই আগুন শরীরে নিয়ে শান্ত হয়ে থাকতে পারবে না সে। একসঙ্গে থাকতে

www.MurchOna.com

হলে তিনি যেন মালিনীকে স্পর্শ না করেন। মেনে নিলেন ভদ্রলোক। কিছুদিনের মধ্যেই মালিনী বুঝতে পারল এরকম বিবাহিত জীবন আর লোডশেডিং-এর মধ্যে চলাফেরার কোনও পার্থক্য নেই। অতএব ছাড়াছাড়ির প্রস্তাব। মেনে না নিয়ে কোনও উপায় ছিল না ভদ্রলোকের। সেটা বছর সতেরো আগের কথা। ভদ্রলোক এখন কোথায় তাও জানা নেই মালিনী। জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেও সাহস হয়নি। কেবলই মনে হত সে মানিয়ে নিতে পারবে না। একা থেকে থেকে যে অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এর মধ্যে মাও চলে গেলেন। থাকার মধ্যে আছেন এক দিদি। থাকেন জামশেদপুরের সাকচিতে। দিদি জামাইবাবু দুজনেই অসুস্থ। মাঝে মাঝেই তাকে যেতে হয় ওদের কাছে। এই বয়সে পৌঁছে মনে হয় শেষ দিন পর্যন্ত যেন সে সুস্থ থাকতে পারে। অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার কথা ভাবলেই শিউরে ওঠে সে।

এসব কথা রঞ্জন শুনেছে বেশ কয়েকবারের টেলিফোনের সংলাপে। তখন নিয়ন্ত্রিত মদ্যপান আরম্ভ করেছে সে। বেসামাল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না তবু কখনই রাত্রে ফোন করত না কাউকে। মিলান বা মালিনী কাউকেই নয়।

দুপাত্র শেষ করে একরাতে ডিনারের কথা ভাবছিল এইসময় মালিনীর ফোন এল, 'আপনাদের ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে?'

'না তো।'

'এখানে হচ্ছে। দারুণ বৃষ্টি।'

'রাস্তায় জল জমে যাবে।'

'দূর। আপনি বড় বেরসিক। ঘরে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে আমার ভাল লাগে।'

'খাওয়াদাওয়া হয়েছে?' রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল।

'না। আজ আপনার গলা একটু অন্যরকম লাগছে। সর্দি হয়েছে?'

'না তো।' বলেই খেয়াল হল, 'ও।'

'ও মানে?'

‘কিছুদিন থেকেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল সন্ধের পর। খুব ডিপ্রেসড লাগছিল। খাওয়ার আগে তিন কি দুপেগ হুইস্কি খাচ্ছি। গলার স্বর সে কারণেই একটু পাল্টেছে।’ অকপট সত্যি কথা বলে ফেলল রঞ্জন।

‘আগে কখনও খেতেন না ?’

‘না। তবে দুপেগ খাচ্ছি শুনে দেবদাস হচ্ছি ভাববেন না।’

‘না। তা ভাবছি না। ভাবছি ছেলেদের কি সুবিধে। মন খারাপ হলেই মদ খেতে পারে।’

‘মেয়েরা সংস্কারে জড়িয়ে থাকে, মদ তাদের কাছে ঘৃণ্যবস্তু।’

‘হয়তো। আমি, আমার কোনও সংস্কার নেই। মুশকিল কী জানেন, ছেলেবেলায় এমনভাবে মানুষ হয়েছি যে ভাবতেই পারি না কোনও দোকানে গিয়ে মদ কিনছি। রাস্তায় চলার সময়ে অনেক মদের দোকান চোখে পড়ে। সেখানে কোনও মহিলাকে ঢুকতেও দেখি। কিন্তু নিজে ঢুকছি ভাবলেই শরীর আজকাল কেমন করে ওঠে। তাই এ জীবনে বাড়িতে বসে খাওয়া হবে না।’

‘তাই ?’ রঞ্জন বুঝতে পারছিল না কতটা বলা যায়।

‘ছাড়ুন এসব। মেয়ে কেমন আছে ?’

‘ভল। আসুন না একদিন।’

‘আমি তো গিয়েছি, আপনি এবার আসুন। কবে আসছেন ?’

www.MurchOna.com

সেই শুরু হল। এবং একতরফা। রঞ্জনই যেত, মালিনী বলত, 'তুমি এসো। তোমাদের পাড়ায় বার দুয়েক গেলেই গল্প তৈরি হবে। এ পাড়ার কেউ ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। অতএব প্রথমে সপ্তাহে একদিন, দুদিন, শেষ পর্যন্ত তিনদিন না দেখা করলে শান্তি হত না রঞ্জনের। মুখে না বললেও মালিনী সেই কয়েকদিন ঘরের বাইরে যাচ্ছে না এবং সকালেই এক এক দিন এক এক রকম খাবার তৈরি করে রাখছে রঞ্জন আসবে বলে। তারপর সেই রাতটা এল। একটি ইংরেজি ছবির সিডি নিয়ে গিয়েছিল রঞ্জন পাড়ার দোকান থেকে ভাড়া নিয়ে। ছবিটার খুব নাম হয়েছে এবং ওরা কেউ দ্যাখেনি। মালিনী বলেছিল, 'আজ রাত্রে খেয়ে যাবে।' সারাদিন বার তিনেক ফোনে কথা হয়। কথা না থাকলেও কথার জন্যে কথা। মাঝেমাঝে রঞ্জনের মনে হয় উনিশ-একুশের ছেলেমেয়েদের যে প্রেম তার থেকে কোনও অংশেই কম নয় তাদের আবেগ। সেই রাতে ছবি দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টি। খাওয়া শেষ হতে রাত সাড়ে দশটা। মালিনী জানলায় ছুটে গিয়ে রাস্তা দেখল কপাট ফাঁক করে। যে রাস্তায় সাধারণত জল জমে না সেখানেও ঢেউ খেলছে। তারপর রাস্তায় আলোগুলো নিভে গিয়েছে। মালিনী চিন্তায় পড়ল, 'কী করে যাবে?'

'চলে যাব।'

'অদ্ভুত। এই রকম অবস্থায় তোমার যাওয়া চলবে না।'

'তার মানে? এখানে থাকব?'

'হ্যাঁ। সকালে চা খেয়ে চলে যেও। তোমার তো না যাওয়ার জন্যে কাউকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে না।' মালিনী বলল।

ওই অন্ধকার রাতে জলঝড়ের মধ্যে রাস্তায় বের হওয়ার চেয়ে ঘরের আরাম অনেক রমণীয়। রাজি হল রঞ্জন। শুধু একটাই সমস্যা হবে যদি মিলান বাড়িতে ফোন করে। তাকে না পেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ডায়াল করে যাবে। মেয়েটাকে দুশ্চিন্তায় রাখতে চাইল না রঞ্জন। বলল, 'ঠিক আছে। তবে আমি একটা ফোন করব।'

'নিশ্চয়ই।' মালিনী কর্ডলেস রিসিভার এনে দিল।

বোতাম টিপল রঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে মিলানের গলা, 'তুমি কোথায়?'

'কেন? ফোন করেছিলি?'

'হ্যাঁ। এখানে তো প্রচণ্ড বৃষ্টি। এক কোমর জল রাস্তায়।'

www.MurchOna.com

'আমি একজন বন্ধুর বাড়িতে এসে আটকে গিয়েছি। কী করে ফিরব বুঝতে পারছি না। রাতটা অবশ্য এখানে থেকে যেতে পারি।' রঞ্জন কথা শেষ করল না।

'তাহলে এই ঝড়বৃষ্টিতে বেরিও না। কাল সকালে বাড়ি ফিরে ফোন কোরো।'

মিলানের কথা শেষ হতেই 'ঠিক আছে' বলে রিসিভার নামাল রঞ্জন।

সোফায় বসে হাসছিল মালিনী। বলল, 'এখন মেয়েই তোমার গার্জেন।'

'যা বলেছ।' রঞ্জন বলল, 'তুমি কখন শোবে?'

'ঘুম এলে। তোমার ঘুম পাচ্ছে?'

'একটুও না। কিন্তু ভাবছি এই শার্ট প্যান্ট পরেই শুতে হবে।'

'পুরুষের রাতের পোশাক বা দিনের পোশাক এ বাড়িতে নেই। লুঙ্গি পড়বে?'

'লুঙ্গি?'

'অনেককাল আগে শখে পড়ে কিনেছিলাম। দু-তিনবারের পর আর পরিনি। সাইজটা বোধহয় হয়ে যাবে। দাঁড়াও।' মালিনী উঠে গেল।

সব রাতই ভোর হয়, সেই রাতও হয়েছিল। স্বল্পকালের দাম্পত্য জীবনের যৌন অভিজ্ঞতা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না রঞ্জনের। ও ব্যাপারে ললিতা আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো রক্ষণশীল ছিল। আলো জ্বালতে দিত না। শরীরকে শাড়িমুক্ত করতে তার আপত্তি ছিল। আনন্দিত হত কিন্তু তার কাছে ব্যাপারটা অতিশয় গোপনীয় ছিল। আজ রাত্রে সেই অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসে অন্য স্বাদ পেল। এই স্বাদ উদ্দামতার। পঞ্চাশ পেরিয়েও নিজেকে নতুন চেহারায় আবিষ্কার করল রঞ্জন।

সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল।

মাসখানেক বাদে এক সন্ধ্যায় মালিনী বলল, 'তোমায় একটা কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।' সোজা হয়ে বসল রঞ্জন।

'আমরা ঠিক কী করছি?'

www.MurchOna.com

'মানে ? উই আর ইন লাভ।'

'ঠিক ? কিন্তু আমরা আমাদের কতটুকু জানি ? চিনি ?' মালিনী তাকাল।

উত্তরটা দিতে পারল না রঞ্জন। যা কিছু ঘটেছে তা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে। চিন্তাভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তো প্রেম আসেনি। সেটাই তো স্বাভাবিক।

মালিনী বলল, 'দ্যাখো, তুমি যা বল, আমি যা বলি তাই আমরা জানি। যা বলিনি তা তো জানতেই পারি না। আমাদের রাগ কতখানি, কতটা নির্মম হতে পারি, কে কতটা স্বার্থপর, প্রয়োজনে কতটা মিথ্যে বলতে পারি, এসব তো অজানা। জীবনের একটা দিক সম্পূর্ণ অজানা রেখে শুধু ভালবাসার জন্যে কি বেঁচে থাকা যায় ?'

'ঠিক। সে জন্যে দুজনকে আরও কাছে আসতে হবে। তোমার আপত্তি না থাকলে আমার আপত্তি নেই বিয়েতে।' রঞ্জন বলল।

'বিয়ে ?' মালিনী তাকাল।

'হ্যাঁ। সম্পর্কটাকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার।'

'তারপর যদি দ্যাখো আমার মধ্যে ওইসব নেগেটিভ ব্যাপার প্রচুর পরিমাণে রয়েছে যা এত এত বছর একা থাকার পর আমি বললেও শুধরাতে পারব না তা হলে তুমি কী করবে ? তোমার সম্পর্কেও তো আমার একই কথা মনে হতে পারে।

'হয়তো। তবে যে কোনও নারী-পুরুষ বিয়ের আগে এই ঝুঁকিটা নিয়ে থাকে। সম্পূর্ণ অচেনা দুজন মানুষ বিয়ের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে নিজেদের জেনে নেয়।'

‘রঞ্জন, যেটা বাইশ-পঁচিশে করা হয় সেটা তোমার আমার বয়সে সম্ভব নয়। আমরা দুজনে অনেককাল একা থেকে নিজস্ব ধ্যানধারণা, অভ্যেস তৈরি করে নিয়েছি। ধরো, আমি রাত দুটো পর্যন্ত বই পড়ি, তার আগে ঘুমাতে পারি না। উঠি সকাল নটায়। এটাই আমার অভ্যেস। এর ব্যতিক্রম হলেই মেজাজ গরম হয়ে যায়। তোমার অভ্যেস রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়া, ভোর পাঁচটায় ওঠা। তুমি যদি বিয়ের পর ভোর পাঁচটায় আমাকে তুলতে চাও তাহলে আমি মেনে নেব ?’ হাসল মালিনী, ‘এটা একটা স্থূল উপমা। বিয়ের পর আমি জানতে পারলাম তোমার ব্লাড সুগার খুব হাই। আমি চিন্তায় পড়ব, মনে হবে অকারণে তোমার সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়ালাম কেন ?’

‘তাহলে খোলাখুলি আলোচনা করা যেতে পারে।’

‘তা হয় না। দ্যাখো, বিয়ের ব্যাপারে আমার দিক থেকে কোনও সমস্যা নেই। তোমার মেয়ে আছে। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে। কিন্তু এই বয়সে এসে বিয়ের কথা ভেবে ভয় হচ্ছে আমার। যদি ব্যাপারটা ফেল করে !’ মালিনী মাথা নাড়ল। রঞ্জন ভেবে পাচ্ছিল না এই সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়।

দিন দশেক ধরে দেখা হতেই এই প্রসঙ্গ উঠেছে। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা এল মালিনীর কাছে থেকেই, ‘চল, আমরা কোথাও গিয়ে একসঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকি। থাকতে থাকতে দেখি আমাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না।’

রঞ্জন অবাক, ‘কোথায় ?’

‘ভারতবর্ষের এমন কোনও জায়গা যেখানে আমাদের কোনও পরিচিত মানুষ থাকবে না।’

‘বাঃ, কতদিন ?’

‘ধরো নয় কি দশ মাস ?’ মালিনী হাসল।

‘এক বছর নয় কেন ?’

‘ওই সময়ের মধ্যেই তো সন্তান জন্ম নেয়। সব কিছু ঠিক চললে বিয়ে হবে।’

www.MurchOna.com

'কোথায় যাবে ?'

'কোনও পাহাড়ি শহর। ঠান্ডা ঠান্ডা। খুব কম মানুষ যায়। আমরা একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকব। জায়গাটা তুমি ঠিক করো।' মালিনী বলল।

'এখানকার কাউকে না কাউকে কিছু বলতে তো হবে তোমাকে।'

'বলব দশ মাসের জন্যে বাইরে যাচ্ছি কাজ নিয়ে। এটাও তো একটা কাজ। নিজেদের জানতে চাওয়াটা কি কাজ নয় ?' মালিনী হাসল।

'বেশ মিলানকে তাই বলব।'

'আর একটা কথা -- ।' মালিনী বলল।

'বলো।'

'যা খরচ হবে এই দশমাসে, যদি অবশ্য ততদিন একসঙ্গে থাকা সম্ভব হয়, তার দায়িত্ব দুজনে নেব। অর্ধেক অর্ধেক।' মালিনী গম্ভীর হল।

'না। তা হয় না।' প্রবল আপত্তি জানাল রঞ্জন।

'হয়। আমি মেয়ে বলে তোমার ইগোতে লাগছে। স্বামী স্ত্রী চাকরি করলে স্ত্রীর টাকা সংসারে খরচ করা হয় না ?'

তর্ক করল না রঞ্জন। তবে স্থির করল বাস্তবে ওটা হতে দেবে না। এরপর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার আয়োজন চলল। এখানকার সব কিছু গুছিয়ে রেখে যেতে হবে। একুশ দিন আগে টিকিট দুটো কেটে ফেলা হল।

আজ মালিনীকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সাদা সালোয়ার কামিজের একটা আলাদা মহিমা আছে। চুলগুলো বেঁধেছে একটু উঁচু করে। মালিনী দরজা খুলতেই তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাল রঞ্জন। মালিনী চোখ ছোট করল, 'কী দেখছ ?'

দরজা বন্ধ করে মালিনীকে জড়িয়ে ধরল রঞ্জন, 'তোমাকে।'

মালিনী বলল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'কেন ?'

www.MurchOna.com

রঞ্জনের বুকে মালিনীর মুখ, কান। বলল, 'তোমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে দাও। কী বলছে ও শুনি।'

'মালিনী, মালিনী, মালিনী।'

'ছাই।' হেসে উঠল মালিনী। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'ও ঘরে গিয়ে বসো, তোমার জন্যে একটা দারুণ খাবার বানিয়েছি, নিয়ে আসছি।'

এইটে লাভ হয়েছে সম্পর্ক তৈরি হওয়ায়। এখানে এলেই নতুন নতুন খাবার পাওয়া যায়। দারুণ রাঁধে মালিনী।

খাবার খাওয়া শেষ হলে মালিনী বলল, 'আমি কিন্তু তৈরি। তুমি মেয়েকে নিশ্চয়ই বলোনি কিছু ?'

'বলব। আজ রাত্রেই বলব।'

'আর কিন্তু দিন চারেক বাকি আছে।' মালিনী মনে করিয়ে দিল।

'আমার মনে হয় পোশাক ছাড়া কিছু প্রিয় বই, গানের ক্যাসেট সঙ্গে নিতে পারো। বেশি মালপত্র নিয়ে তো যাওয়া যাবে না।' রঞ্জন বলল।

'তুমি তো ওষুধ খাও, দশ মাসের ওষুধ স্টকে রেখো।' মনে করিয়ে দিল মালিনী।

'তাহলে আমরা ডালহৌসিতে যাচ্ছি।' রঞ্জন হাসল।

'প্রথমে। তারপর ঠিক করে নেব কোথায় থাকব।' খুশিতে মুখ উজ্জ্বল মালিনীর।

পরদিন মিলান এল দুপুরে। ওকে আসতে বলেছিল রঞ্জন।

'ইস্। কী করে রেখেছ বাড়িটাকে।' এসেই চেঁচালো মিলান।

'কেন ? ঠিকই তো আছে!' চারপাশে তাকাল।

'আলমারির বইগুলো কীভাবে পড়ে আছে দেখেছ ? অনেকগুলো বই নেই। যে এসে চায় তাকে দিয়ে দাও। তোমার খাটের কভারটা পাল্টাওনি কেন ?'

'ওটা পাল্টে কাজ নেই এখন। বস এখানে।'

www.MurchOna.com

‘কী ব্যাপার বলো তো ?’ মিলান বলল।

‘তেমন কিছু না। এই ধর মাস দশেক। মাস দশেকের জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি।’

‘সেকি ! কোথায় ?’ হাঁ হয়ে গেল মিলান।

কথাটা বলে ফেলার পর মনে জোর এল রঞ্জনের, 'এক জায়গায় নয়। অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতে হবে। বুঝতেই পারছিস, বহু বছর বাইরে যাই না।' হাসল রঞ্জন।

'আমাকে আগে বলোনি কেন?' মুখ ভার মিলানের।

'সব কিছু ঠিকঠাক না হতে কী করে বলব।'

'কিন্তু তুমি দশমাস ধরে শুধুই বেড়াবে? একা একাই?' মিলান সন্দেহ স্পষ্ট করল।

'দূর। বেড়াবো কে বলল। একটা চ্যারিটেবল প্রোগ্রাম নিয়ে বিদেশ থেকে কয়েকজন আসছেন, তাঁদের সঙ্গে কাজ করব।' রঞ্জন বলল।

'যদি তোমার শরীর খারাপ হয়? কে দেখবে তোমাকে?'

'আমি কি একদম বুড়ো হয়ে গিয়েছি? তাছাড়া সব ওষুধ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কবে যাবে?'

দিনটা বলল রঞ্জন, বলেই ভয় এল মনে। যদি ও সি অফ করতে যেতে চায়?

www.MurchOna.com

'ওমা। তাহলে তুমি অনেক আগেই ঠিক করেছ, আমাকেই বলনি।'

'নারে। বললে তুই যদি রেগে যাস তাই বলিনি।'

'আমি তো এখনও রেগে যেতে পারি।'

'না মা। রাগিস না। তুই রাগলে আমি যেতে পারব না।' রঞ্জন আন্তরিক।

'আমার ভাল লাগছে না। তোমাকে কীভাবে যোগাযোগ করব?'

'কোন একটা জায়গায় তো থাকব না। আমিই তোকে ফোন করব।'

'না। তুমি একটা মোবাইল নাও। তাহলে আমিই তোমাকে ফোন করতে পারব।'

'মোবাইল, অনেক খরচ।'

শুনল না মিলান। পরের দিনই একটা নোকিয়া মোবাইল সেট এনে দিয়ে গেল। ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গায় যন্ত্রটি নিয়ে গেলেও কথা বলা যাবে। সেটের দাম কত জানতে চাইলে কিছুতেই মুখ খুলল না মেয়ে। বলল, 'তোমার কাছে রাখতে দিলাম। ফিরে এলে আমাকে দিয়ে দিও। কখন কোন ট্রেনে যাচ্ছ?'

'ট্রেন নয়, প্লেনে।' বলে ফেলল রঞ্জন।

'তাই? কখন ফ্লাইট?'

'সকাল নটা।' রঞ্জন মিথ্যে বলতে পারল না।

কথা ছিল দুজনের কেউ কলকাতার সঙ্গে সংযোগ রাখবে না। যতদিন বাইরে থাকবে। এক্ষেত্রে মোবাইল সেট সঙ্গে রাখা ঠিক কি না তা নিয়ে ধন্দে পড়ল রঞ্জন। মালিনীকে বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে। হয়তো আপত্তি জানাবে সে। মেয়ের সেন্টিমেন্ট বুঝবে না।

যাওয়ার আগের বিকেলে রঞ্জন বলল, 'সকাল আটটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে।'

'আমি রেডি থাকব, তুমি ট্যাক্সি নিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যেও।'

'না। আমার দেরি হলে তুমি টেনসনে পড়বে। তার চেয়ে তুমি সোজা চলে যেও। আগেই

www.MurchOna.com

যেও। আমি পৌঁছে যাব।'

মালিনী তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

পুরো ফ্ল্যাট বন্ধ করে, দশ মাসের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরতে যাবে এই সময় মিলান এসে হাজির। সঙ্গে জয়ন্তও। গাড়ি জয়ন্তরই। ওরা এয়ারপোর্টে পৌছে দিতে এসেছে। কিছু করার নেই। মিলান যদি মালিনীকে দ্যাখে তাহলে কী ভাববে তা নিয়ে এখন আর ভেবে কোনও লাভ নেই।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছল ওরা তখন ঘড়িতে সওয়া আটটা। গিয়ে খবরটা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রঞ্জন। দিল্লির নির্দেশে সিকিউরিটির কারণে টিকিটবিহীন কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বেড়াতে আসা দর্শকদের জন্যেও টিকিট বিক্রি বন্ধ।

শেষ মুহূর্তে ওকে জড়িয়ে ধরল মিলান। মুখ কাঁদো কাঁদো হল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জয়ন্তকে দেখতে বলে ভিতরে ঢুকল রঞ্জন স্যুটকেশ নিয়ে। দূর থেকেই মালিনী তাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়াচ্ছিল। এগিয়ে গেল রঞ্জন।

বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সিকিউরিটি করে যখন ওরা প্লেনে ওঠার ডাকের অপেক্ষায় তখন মালিনী বলল, 'মেয়ে এসেছিল এয়ারপোর্টে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জানতাম ও আসবে।'

'কী করে জানলে ?'

মালিনী হাসল। কিছু জবাব দিল না। ভাল লাগল না রঞ্জনের। শুরুতেই যেন দুজন দুজনকে কিছু লুকোচ্ছে। কাল ওকে সোজা এয়ারপোর্টে চলে যেতে বলেছি বলে কি সন্দেহ করেছিল মেয়ের জন্যে রঞ্জন একসঙ্গে যেতে চাইছে না ? কিন্তু গতকালও তো সে জানত না মিলান তাকে পৌঁছে দিতে আসবে।

দিল্লিতে নেমে প্লেন পাল্টে পাঠানকোটে পৌঁছতে দুপুর দুটো বেজে গেল। গিয়ে জানল ট্যাক্সি নিয়ে শহরে যেতে হবে। সেখানকার বাসস্ট্যান্ডে ডালহৌসির বাস ধরতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ডালহৌসিতে যাওয়া যায়। ট্যাক্সিওয়ালারা যে টাকা চাইছিল তা অতিরিক্ত বলে মনে হচ্ছিল ওঁদের।

www.MurchOna.com

শেষ পর্যন্ত বাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে শহরে যাবে ঠিক করল ওরা। এই সময় এক প্রবীণ ভদ্রলোক ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা ডালহৌসিতে যেতে চাইছেন। আমার গাড়িতে যেতে আপত্তি আছে কি ?'

'আপনি ?'

‘আমি ওখানেই থাকি। ছেলেকে প্লেনে তুলতে এসেছিলাম। একা ফিরব। তাই আপনারা সঙ্গে গেলে আমার খারাপ লাগবে না।’

একেই হয়তো বলে হাতে চাঁদ পাওয়া।

যেতে যেতে ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। এককালে এয়ারফোর্সে ছিলেন। ডাক্তার। এখন ডালহৌসিতে বাড়ি করে আছেন। নাম রাজীব কাপুর। রঞ্জনরা কলকাতা থেকে আসছেন শুনে নিজের কলকাতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা জানালেন।

মিস্টার কাপুর ধরে নিলেন রঞ্জনরা ট্যুরিস্ট। কোন হোটেলে থাকলে সুবিধে হবে তা জানাচ্ছিলেন। মালিনী তাঁর ভুল ভাঙাল, ‘আসলে আমরা কিছুদিন এখানে থাকতে চাই, ডাক্তার বলেছেন বিশ্রাম নিতে, তাই।’

‘ওঃ। তাহলে মিসেস স্মিথের গেস্ট হাউসে যেতে পারেন। মাসখানেক থাকলে উনি শুনেছি খুব সস্তায় ঘর দিয়ে থাকেন।’ মিস্টার কাপুর বললেন। ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন মিস্টার কাপুর, পেছনে ওরা। এ ব্যাপারে ওরা কোনও কথাই বলতে চাইছিল না। এই ভদ্রলোকের সাহায্য চাইলে নিশ্চয়ই কোনও বাড়ি ভাড়া দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উনি জানবেন ওরা কোথায় উঠেছে। একজন সাক্ষীকে শহরে রাখা ঠিক নয়।

পাঠানকোট থেকে ডালহৌসির রাস্তা খুবই সুন্দর। কিন্তু আলো পড়ে গেল দ্রুত, শহরে পৌছতে রাত হয়ে গেল। মিস্টার কাপুর ওদের মিসেস স্মিথের গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন আবার দেখা হবে বলে। মিসেস স্মিথ একজন বৃদ্ধা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। দৈনিক ঘরভাড়া পাঁচশো টাকা। এক মাসের জন্যে নিলে দশ হাজার দিতে হবে। রাত্রের খাওয়া শেষ হলে মালিনী বলল, ‘তুমি তো কলকাতায় একা থাকলে পান করতে। আমার জন্যে সেটা বন্ধ করেছ?’

‘পান করতাম শুনলে মনে হবে মাতাল ছিলাম। তা নয়। দু-পাত্র খেলে শরীর ভাল থাকে, নেশাও হয় না। তাই খেতাম।’

‘এটা ঠান্ডার জায়গা। নেশা না হলে খেতে পার।’

www.MurchOna.com

'তুমি খাবে ?'

'আমি তো কখনও খাইনি।'

'তুমি খেলে মাঝেমধ্যে খাওয়া যেতে পারে।' রঞ্জন হাসল।

'তার মানে তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও, এই বয়সে।' মালিনী হাসল।

ডালহৌসি এমন একটি পাহাড়ি শহর যেখানে ব্রিটিশদের ছোঁয়া এখনও লেগে রয়েছে। মালিনীর খুব ভাল লাগছিল সারাদিন ধরে ঘুরে দেখতে। রঞ্জনের মনে হচ্ছিল এই শহর যেন সারাদিন আলস্য জড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। সকালের কাগজে বিজ্ঞাপন খুঁজেছিল সে। বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন। তারা যেমন চাইছে তেমন কোনও বিজ্ঞাপন কাগজে ছিল না।

দুপুরে বৃদ্ধ ট্যাক্সিওয়ালার কানে ওদের কথাবার্তা পৌঁছেছিল, বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, আপনারা কি শহর থেকে দূরে বাড়ি খুঁজছেন ?'

'হ্যাঁ। ফ্ল্যাট নয়, বাড়ি। বাগান থাকলে ভাল হয়।' রঞ্জন বলেছিল।

'কতদিন থাকবেন ?'

'অন্তত ছয়মাস।'

'নিশ্চয়ই।' রঞ্জন মাথা নেড়েছিল।

'এরকম দুটো বাড়ির কথা আমি জানি। ডালহৌসি থেকে কুড়ি মাইল দূরে। খুব নির্জন। দেখবেন ?' ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়ই। এখনই যেতে পারি।'

'যাওয়া-আসার জন্যে তিনশো বেশি দিতে হবে বাবু।'

'ঠিক আছে।'

শহর থেকে বেরোতেই চারপাশের ছবিটা বদলে গেল। বড় বড় পাইন আর ইউক্যালিপটাসের গাছের মধ্যে দিয়ে সুন্দর পিচের রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে যাচ্ছিল। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হঠাৎ মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরতেই গ্রামটা চোখে পড়ল। সুন্দর কাঠের বাংলো, বাংলোর সামনে বাগান, পেছনে ভ্যালি, বাড়িগুলোর মধ্যে বেশ কিছুটা

www.MurchOna.com

দূরত্ব, কোথাও কোনও শব্দ নেই।

'মালিনী বলল, 'বাঃ, চমৎকার।'

প্রথম বাড়িটা পছন্দ হল না বাইরে থেকে দেখেই। কেমন যেন পোড়ো পোড়ো। কিন্তু মিনিট দশেক বাদে দ্বিতীয় বাড়িটি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। গেটের উপর টু-লেট বোর্ড ঝুলছে। ট্যাক্সিওয়ালা হর্ন দিতেই পেছন থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'এরা বাড়ি ভাড়া চাইছেন, বাড়িটা দেখাও।'

একতলায় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। বারান্দায় টবে অর্কিড ঝুলছে, পায়ের তলায় কার্পেট। দুটো বেডরুম, একটা সিটিং, দুটো টয়লেট, পেছনে জমিতে কিচেন। তারপরে নেমে গিয়েছে মাটি অনেক নীচে ছোট ছোট বুনো ঝোপ বুকে নিয়ে। এই বাংলোর সামনে বাগান, চারপাশে পাঁচফুটের দেওয়াল।

রঞ্জন বলল, 'চমৎকার লাগছে। তোমার ?'

'খুব ভাল।' মালিনী বলল, 'কিন্তু -- ।'

'দূরত্ব বলছ ?'

'না। একজন হোলটাইমার না পেলে অসুবিধায় পড়তে হবে।'

কেয়ারটেকার সম্ভবত বাংলা বোঝে না। তাকে বলা মাত্রই এক পলকেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। রান্না, কাপড় কাচা এবং ঘর পরিষ্কারের জন্যে মহিলা পাওয়া যাবে। আগে কমে পাওয়া যেত, এখন হাজার টাকা মাসে চাইছে। বাজার কেয়ার টেকার করে দেবে।

মালিনী জিজ্ঞাসা করল, বাজার কত দূরে ?'

'পাঁচ মিনিট ডাইনে হাঁটলে প্রথমে ভিলেজ পড়বে। তারপরেই লালার দোকান। সেখানে পাওয়া যাবে না এমন কিছু নেই। চৌকিদার জানাল।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাংলোর ভাড়া কত ?'

'মাসে পাঁচ হাজার। এক মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স।'

'বাড়িওয়ালা কোথায় থাকেন ?'

www.MurchOna.com

'পাঠানকোটে।।' লোকটা একটা স্ট্যাম্প পেপার এনে দেখাল। তাতে কোনও এক হনুমন্ত সিং কেয়ারটেকার সুনীল সোন্ধীকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর বাড়ির দেখাশোনা করার, ভাড়াটে ঠিক করার এবং ভাড়া আদায় করার।

আর কোনও দ্বিধা না করে রঞ্জন দশ হাজার টাকা দিয়েছিল।

পরদিন দুপুরে ওরা এল অন্য একটি ট্যাক্সিতে। খাওয়াদাওয়া সেরেই এসেছিল। কেয়ারটেকার ভাড়ার রশিদ, এবং চাবি দিয়ে বলল, 'সুজাতা এসেছে। ওর সঙ্গে মেমসাব কথা বলুন।' লোকটা ডাকতেই একটি অল্পবয়সি মেয়ে উঠে এল উপরে। মিষ্টি দেখতে, পরিষ্কার জামাকাপড়। সে হাজার টাকা নেবে। ভোর ছটায় আসবে, দশটায় চলে যাবে। আবার বিকেল তিনটের সময় এসে কাজ শেষ করে ছটায় চলে যাবে।

মালিনী বলল, 'তুমি এখানেই থাকতে পারবে না?'

'না মেমসাব।'

'কেন?'

মেয়েটি হাসল, 'আমি এখানে থাকলে আমার বর খুব কষ্ট পাবে।'

রঞ্জন মুখ ঘুরিয়ে নিল। মেয়েটাকে মালিনীর খুব ভাল লাগল।

সংসার চালু হয়ে গেল। বাজার করে আনল কেয়ারটেকার। চা বানিয়ে দিল সুজাতা। চা খেয়ে রঞ্জন আর মালিনী হাঁটতে বের হল।

এখন এখানে বেশ ঠান্ডা তবে সহ্যের অতিরিক্ত নয়। একমাত্র বাতাসের চলাফেরা ছাড়া কোনও শব্দ নেই। দু-তিনটে বাড়ি রাস্তার পাশে ঝুম মেরে বসে আছে। লোকজন নেই। সম্ভবত গরম পড়তে এখানে ছুটি কাটাতে আসার জন্যে বড়িগুলো তৈরি হয়েছিল।

বাঁক ঘুরতেই একতলা রঙিন বাড়িটার উপর নজর পড়ল। ছাদের উপর লেখা আছে, ভিলেজ পাব। মালিনী বলল, 'এই তাহলে পাব ? ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছি।'

'ভেতরে যাবে ?'

'আছি যখন তখন যাওয়া যাবে একদিন।'

রঞ্জনের খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু মালিনীর নিস্পৃহতা দেখে কথা বাড়াল না। আর একটু এগোতেই খাবার দোকান চোখে পড়ল। দোকানে এখন বেশ কিছু ক্রেতা। দোকান না বলে বাজার বলাই বোধহয় মানানসই। সবজির বাজার, মাছের বাজার, মাংসের বাজার, মশলার বাজার, স্টেশনারিজের বাজার, কি নেই। তার একপাশে হুইস্কি রামের শো-কেস।

মালিনী বলল, 'বাঃ অল ইন ওয়ান। আর কোথাও যাওয়ার দরকার হবে না।'

'নিশ্চই শহর থেকে দামও বেশি।'

'সেটাই স্বাভাবিক। শহরে যাওয়া আসার সময় এবং পয়সা বেঁচে গেলে একটু বেশি দাম দেওয়াই যেতে পারে। তোমার হুইস্কি মিলবে না ?'

পরিচিত ব্র্যান্ড দেখতে পেল না রঞ্জন। সেলসম্যান বলল, 'সাহেব যদি রেগুলার নেন

www.MurchOna.com

তাহলে কালই শহর থেকে স্টক আনিয়ে রাখবে।'

রঞ্জন প্রতিশ্রুতি দিল।

আর একটু ঘোরাঘুরি করতে না করতেই আলো কমে এল। যদিও ঘড়িতে এখন মোটে পাঁচটা। মালিনী হঠাৎ বলল, 'মদের ব্যাপারে তোমরা বোধহয় দ্বিচারী নও।'

'কেন ? ও, অন্য ব্র্যান্ড নিলাম না বলে বলছ ? ও তো বলল আনিয়ে রাখবে। তাছাড়া আমার স্যুটকেসে একটা আছে।'

'সে কি। দু'রাত খাওনি কেন ?'

'তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিই আগে।'

'ধ্যাৎ। জানো আমার এখানে এসে খুব ভাল লাগছে।'

'কী মনে হচ্ছে ?'

'নতুন জীবন। এরকম জীবনের স্বপ্ন দেখতাম একসময়, পাইনি।'

মালিনীর কাঁধে আলতো করে হাত রাখতেই সে রঞ্জনের বুকের কাছে চলে এল, 'আমরা এখানে বাকি জীবন থাকতে পারি ?'

'পারি।'

'তুমি হাঁপিয়ে উঠবে না তো ?'

'বেশি শীত পড়লে দুজনে কলকাতায় বেড়াতে যাব।'

'সেটা বিয়ের পর।'

'বিয়ে ? এখানেই বিয়ে করবে ?'

'মন্দ হয় না, তাই না ?' হাসল মালিনী।

রান্না করে টেবিলে খাবার সাজিয়ে সুজাতা বলল, 'এখানে সবাই সাতটায় ডিনার করে। আপনারা যদি তখন খান তা হলে খাবার গরম থাকবে।'

www.MurchOna.com

'ঠান্ডা হলে আমি গরম করে নেব। কাল কখন আসছ?'

'ঠিক ছটায়।' সুজাতা চলে গেল।

পাজামা পাঞ্জাবির ওপর শাল চাপিয়ে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসল রঞ্জন। মালিনীর গায়ে এখন কালো শাল, বলল, 'বাইরে বসলে ঠান্ডা লাগবে না?'

'এখনও লাগছে না। বসো।'

মালিনী বসল, 'কী শান্ত চারধার। ডাকাত নেই তো?'

'ডাকাতরা জানে আমাদের কাছে কিছুই পাবে না।' রঞ্জন হাসল, 'এখন বল, এই দু'রাতে আমাকে কেমন লাগছে?'

'এমন করে জিজ্ঞাসা করছ যে মনে হচ্ছে আমি একজামিনার।'

'তুমি একটা ব্যাপারে কিছু বলোনি।'

'কী?'

'মিলান বলে ঘুমালে আমার নাক ডাকে। চিৎ হলে আর রক্ষে নেই।'

'ও, তাই তুমি উপুড় হয়ে শুয়েছ। আমি ভাবছিলাম ওভাবে কী করে সারারাত ঘুমাও। না, হাল্কা, খুব কর্ণবিদারক আওয়াজ বের হয়নি, আমাকে কেমন লাগছে?'

'আমি মুগ্ধ।'

'আবার বাজে কথা।'

রঞ্জন উঠে ঘরে এল। তার প্রিয় হুইস্কির বোতল স্যুটকেস থেকে বের করে দুটো গ্লাস আর জল নিয়ে বাইরে এল।

'এই না, আমি খাবো না।' মালিনী মাথা নাড়ল।

'কেন?'

'প্রথম রাত এখানে, কাল খাব।'

www.MurchOna.com

‘যথা আজ্ঞা।’

‘তুমি খুব ভাল।’

‘কারণ ?’

‘আমার উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দাও না।’

‘তাই ? আমার আবার মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ তার ইচ্ছে দিয়ে আমায় পরিচালিত করুক। কেউ আমার কথা ভাবুক।’ রঞ্জন গ্লাসে মদ ঢালল।

‘ওসব ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু বাস্তবে হলে মনে হবে তোমাকে শোষণ করা হচ্ছে। যাক গে, আচ্ছা, ওরকম কতটা খেলে মাতাল হয় মানুষ ?’

‘সেটা নির্ভর করে যে খাচ্ছে তার খাওয়ার ক্ষমতা কতটা তার ওপর। কেউ তিনবারেই মাতাল হয় আবার কেউ দশ-বারেও পরিস্কার কথা বলে।’

রঞ্জন গ্লাস তুলল, ‘উল্লাস।’

‘মানে ?’ অবাক হল মালিনী।

‘সাহেবদের চিয়ার্স শব্দটির বঙ্গানুবাদ।’

সঙ্গে বাদাম বা অন্য কিছু না থাকায় একটা অস্বস্তি হচ্ছিল খেতে। সেটা কাটিয়ে উঠল। তিন পেগ খাওয়ার পর হঠাৎ কবিতায় পেল রঞ্জনকে। কয়েক লাইন শোনার পর মালিনী উঠল, ‘চল, খেয়ে নিই।’

‘কবিতা শুনবে না ? আমি এককালে ভাল বলতাম।’

‘দিনের বেলায় শুনব। এখন থাক।’

‘কটা বাজে ? মাত্র আটটা। এখনই খাবে ?’

‘যে দেশে যা নিয়ম। আমি দেখছি খাবার গরম আছে কিনা, তুমি ওসব তুলে এসো।’ মালিনী চলে গেল।

রঞ্জন বিরক্ত হল। এই সময় সে কখনওই ডিনার করে না। মালিনীর যে কী হল ? কিন্তু আর কথা বাড়াল না সে। খেতে বসে বলল, ‘অল্প দাও। জাস্ট একটা রুটি আর দু-পিস মাংস। রাত্রে আমি বেশি খাই না।’

www.MurchOna.com

'তোমাকে আমি তিন রাত দেখেছি। এত কম কখনও খাওনি। সব রাতেই চারটে রুটি, ডাল, সব্জি, ডিম খেয়েছ।' মালিনী বলল।

রঞ্জন জবাব দিল না। রুটি ছিঁড়ে মাংসের ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরল।

মালিনী নিচু গলায় বলল, 'তবে হ্যাঁ, এই তিন রাত্রে তুমি ড্রিঙ্ক করোনি।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল রঞ্জনের। নিজেকে সংযত রাখতে ও শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, মালিনী বলল, 'একি ! তুমি ব্রাশ করলে না ?'

'ওঃ।' আবার বাথরুমে গেল রঞ্জন। হঠাৎ মনে হল মালিনী বড্ড বেশি নিয়ম মেনে চলছে। কিন্তু মুখে কিছু না বলে ঘরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'শোবে না ?'

'একটু পরে। তুমি শুয়ে পড়ো।'

শরীর বিছানা চাইছিল। আর শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল রঞ্জন।

ঘুম ভাঙল মাঝ রাতে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। তার শরীর কম্বলে ঢাকা। ঘর অন্ধকার। মালিনীকে স্পর্শ করার জন্যে সে হাত বাড়াল। মালিনী নেই। তড়াক করে উঠে বসল রঞ্জন। আলো জ্বালল। মালিনী এই ঘরে নেই। ঘড়িতে রাত দুটো।

বাথরুম অন্ধকার। বারান্দা দিয়ে পাশের বেডরুমে যেতে হয়। শাল জড়িয়ে সে বারান্দায় এল। আলো নেভানো। বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ সমানে পাল্লা দিচ্ছে। কনকনে ঠান্ডা। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। শব্দ করতে গিয়ে থেমে গেল রঞ্জন। কাচের জানলার ওপাশে পর্দা। ঘর অন্ধকার। এই সময় জোরে বিদ্যুৎ জ্বলতেই পর্দার ফাঁক দিয়ে এক ঝলকে কম্বলে মোড়া মানুষকে দেখতে পেল সে। মালিনী ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই ঘরে ঘুমাচ্ছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল তার। কী এমন করেছে সে যে মালিনী তার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে পারল না। কিন্তু এই রাত্রে ঘুম থেকে তুলে প্রশ্নটা করতে গিয়েও করতে পারল না রঞ্জন। ফিরে এল নিজের ঘরে।

দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভাঙল রঞ্জনের। খুলে দেখল ট্রে-তে দুকাপ চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

www.MurchOna.com

সুজাতা। বলল, 'ঘরে দেব সাহেব ?'

হ্যাঁ বলতে গিয়েও না বলে হাত বাড়িয়ে একটা কাপ প্লেটসুদ্ধু তুলে বলল, 'পাশের ঘরে মেমসাব আছেন, ওঁকে দিয়ে এসো।'

মেয়েটার চোখমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কিন্তু কিছু না বলে পাশের দরজায় চলে গেল। খানিক বাদে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মালিনী ঘরে এল, 'গুড মর্নিং'।

'মর্নিং।'

'ঘুম হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, তোমার ?'

'বৃষ্টি নামার পর ঘুম এল।'

'ও, কম্বলটা গায়ে দিয়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'যা বাব্বা। তুমি শীতে কুঁকড়ে ছিলে, তাই -- ।'

'একটা কথা, কাল এ ঘরে থাকলে না কেন ?'

চেয়ারে বসল মালিনী, 'থাকতে পারলাম না বলে যেতে হল।'

'মানে ?'

'আমি জানি না, ড্রিঙ্ক করেছিলে বলে কি না, কোনও মানুষ অত বীভৎস নাক ডাকতে পারে আমি ভাবতেও পারিনি কখনও।' এর আগের তিন রাত তুমি সচেতন ছিলে ঘুমোবার আগে, শব্দ হয়েছিল কিন্তু তা সহ্যমাত্রা ছাড়ায়নি। কাল এ ঘরে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ছিল।'

কী রকম তলিয়ে গেল রঞ্জন। মুখ নামিয়ে বলল, 'সরি।'

'তুমি যে রাত্রে ড্রিঙ্ক করবে সেই রাত্রে আমি ও ঘরে শোব। ঠিক আছে ?'

'আই অ্যাম সরি মালিনী।' নিচু গলায় বলল রঞ্জন।

www.MurchOna.com

'ঠিক আছে। এসো বাইরে গিয়ে বসি। চমৎকার রোদ উঠেছে।' মালিনী বেরিয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড বসে রইল রঞ্জন। নাক ডাকার ওপর তার কোনও হাত নেই। মদ খেলে বা না খেলে আওয়াজের তারতম্য হয় না। শোয়ার ধরন বদলাতে কোনও কোনওদিন আওয়াজ হয়তো সামান্য কমে। বিখ্যাত ডাক্তার শান্তনু চ্যাটার্জির কাছে গিয়েছিল সে। তিনি একটি যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। ষাট হাজার দাম। ঘুমবার আগে নাকে লাগিয়ে নিলে শব্দ হয় না। বিদেশী জিনিস। ষাট হাজার শুনে আঁতকে উঠেছিল রঞ্জন। এছাড়া অপারেশনের কথা বলেছিলেন ডক্টর ব্যানার্জি। কিন্তু সেটা করার আগে ওজন কমাতে হবে। মিলানের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল একা তার ফ্ল্যাটে সে যত জোরেই নাক ডাকুক কেউ তো শুনতে আসছে না যখন, তখন ওসব করিয়ে কী লাভ! মালিনীর সঙ্গে বাইরে আসার পরিকল্পনা তো তখন করা হয়নি। সে যে নাক ডেকেছে তা ইচ্ছে করে যখন নয় তখন সে কি করতে পারে। হ্যান্ডিক্যাপড হয়ে আছে সে।

বাইরে কমলা রঙের রোদ বাগানে, রাস্তায়, ভ্যালিতে ছড়িয়ে আছে। রঞ্জন বলল, 'কী দারুণ। মন ভাল হয়ে গেল।'

'মন খারাপ ছিল?' বেতের চেয়ারে বসা মালিনী জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। মাঝরাতে তোমাকে দেখতে না পেয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'ডাকলে না কেন?'

'লজ্জায়।'

মালিনী কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুজাতাকে দেখে থেমে গেল। সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'ব্রেকফাস্টে কি দেব মেমসাব ?'

'কী আছে ?'

'ডিম রুটি, কর্নফ্লেক্স, আপেল।'

'বাঃ। ডিমের পোচ করো। কি ঠিক আছে ?' রঞ্জনের দিকে তাকাল মালিনী।

'ময়দা নেই ?' ফস করে বলে ফেলল রঞ্জন, 'লুচি তরকারি মন্দ লাগত না।'

'তাই করব ?' সুজাতা জিজ্ঞাসা করল।

'কী আশ্চর্য !' মালিনী অবাক হয়ে রঞ্জনের দিকে তাকাল, 'তুমি এই সকালে ভাজাভুজি খাবে ? এম্পটি স্টমাকে ভাজাভুজি কি ক্ষতি করে জানো না ?'

'ও, ঠিক আছে। পোচই হোক।' রঞ্জন মেনে নিতে সুজাতা চলে গেল।

মালিনী বলল, 'তৈরি হয়ে নাও, একটু হেঁটে আসি।'

'এখনই হাঁটবে ?'

'এই মিষ্টি রোদে তো হাঁটা ভাল। আচ্ছা, তুমি এখানে আসার পর মেয়েকে একবারও ফোন করনি। তাই না ?'

মনে পড়ে গেল রঞ্জনের। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধবোধ জাগল। মাথা নেড়ে না বলল।

'খুব অন্যায় করেছ। ডালহৌসি থেকেই করা উচিত ছিল। চল, দেখি এখানে কোথায় এস টি ডি বুথ আছে। ওঠো।'

উঠল রঞ্জন। কাল রাত্রেই মালিনী তার স্যুটকেস পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। ও সেখানেই

www.MurchOna.com

গেল পোশাক পাল্টাতে। স্যুটকেসে খুলে একেবারে নীচে রাখা মোবাইল সেটটা বের করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল রঞ্জন। রোমিং করা আছে। বোতাম টিপলেই মিলানের গলা শুনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সঙ্গে মোবাইল এনেছে সে এই তথ্য মালিনীকে জানানো হয়নি। এখন জানলে কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে বুঝতে পারছিল না। না জানালে তো এটা ব্যবহার করাও যাবে না। বন্ধ করে রাখলে মিলান তাকে ফোনে পাবে না। হঠাৎ তার মনে হল এই বয়সে বড্ড বেশি চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। আর একজন কী ভাববে তাই ভেবে সন্ত্রস্ত থাকতে হচ্ছে। দশ মাসের এই পরীক্ষায় যেন সে একজন ছাত্র আর মালিনী তার পরীক্ষক। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর সোজা মালিনীর পর্দা ফেলা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। 'আসব ?'

'নিশ্চয়ই। এসো।' মালিনী ডাকল।

ঘরে ঢুকে রঞ্জন দেখল মালিনী একটা হালকা হলদে সালোয়ার কামিজ এর মধ্যে পড়ে ফেলেছে। রঞ্জন বলল, 'এটার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

মোবাইল সেটটার দিকে তাকাল মালিনী। তারপর বলল, 'কী আশ্চর্য ?'

'সত্যি, মনে ছিল না।'

'ওটা এনেছ আমাকে বলনি তো ?'

'বললাম তো, ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ও। তাহলে তো তোমার বেরোবার প্রয়োজন আর রইল না। আমিই ঘুরে আসি।'

'না না। আমি যাব। পাঁচ মিনিট সময় দাও।' রঞ্জন দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে এল। পোশাক বদলালো। তার মোবাইলটার দিকে তাকাল। মালিনী এখনও ওর ঘরে। চটপট কথা বলে নেওয়া যাক। সে বোতাম টিপল। আলো জ্বলার পর কলকাতার নাম্বার টিপে গেল। তারপরেই ফুটে উঠল 'নেটওয়ার্ক বিজি।'

বিরক্ত হল রঞ্জন, রিডায়াল করল। একই কথা।

এই সময়ে মালিনী এসে দাঁড়াল দরজায়। তাকাল।

রঞ্জন বলল, 'লাইন পাওয়া যাচ্ছে না।'

'চেষ্টা করো, পাবে।'

www.MurchOna.com

মালিনী সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে মিলানকে সে কী বলবে ? কোথায় এসেছে এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে ? যে মিথ্যে কথা তাকে বলতে হবেই তা মালিনীর সামনে বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল। রিডায়ালের বোতাম টিপল সে। প্রার্থনা করল এবারও যেন নেটওয়ার্ক বিজি ফুটে ওঠে। উঠল না। রিং হচ্ছে। জয়ন্তর গলা, হ্যালো।

'জয়ন্ত, তোমরা ভাল আছো তো ?' রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল।

'ও আপনি ! হ্যাঁ, ভাল আছি। আপনি কোথায় ? এতদিন ফোন করেননি কেন ?'

'হিমাচল প্রদেশে। মিলান কোথায় ?'

'ও বাথরুমে। একটু ধরুন।' ব্যস্ত হল জয়ন্ত।

'না না। ডাকতে হবে না। ওকে বলো চিন্তা না করতে। আমি ভাল আছি। পরে, কাল বা পরশু ফোন করব। ঠিক আছে ? রাখলাম।' রিসিভার অফ করে মুখ তুলতেই মালিনী বলল, 'হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ, চল।'

ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায় । খানিকটা হাঁটতেই দূরে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল ওরা। পরনে সাদা হাফ প্যান্ট, স্নিকার, মোটা গেঞ্জি, মাথায় সাদা টুপি, হাতে ছড়ি। সামনাসামনি চলে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ, 'গুড মর্নিং।'

রঞ্জন বলল, 'গুড মর্নিং'।

বৃদ্ধ ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের প্রথম দেখলাম। আমি গোমেজ। একেবারে শেষ বাড়িটায় থাকি। আপনারা কোথায় উঠেছেন ?'

বাড়িটাকে দেখাল রঞ্জন।

'ও আই সি। তাহলে বেশ কিছুদিন থাকবেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আমি রঞ্জন আর ও মালিনী।'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ, 'আলাপ যখন হয়ে গেল তখন আজ বিকেলে আমার বাড়িতে আসুন না, চা খেয়ে যাবেন। আপনারা স্বামী-স্ত্রীতে না হয় একটু বোর হবেন।'

www.MurchOna.com

'না না। এ কী বলছেন। নিশ্চয়ই যাব।' রঞ্জন বলল।

মালিনী হাসল, 'মিস্টার গোমেজ। আমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আজ নয় যদি কাল বিকেলে যাই তাহলে কি খুব অসুবিধা হবে?'

'বিন্দুমাত্র নয়। তাহলে ওই কথাই থাকল। বাই।' বৃদ্ধ চলে গেলেন।

হাঁটতে শুরু করল ওরা। রঞ্জন বলল, 'কলকাতায় পাশের বাড়ির লোক ভুলেও কথা বলে না কিন্তু এখানে দূর প্রতিবেশীও নেমন্তন্ন করে।'

'কলকাতায় আমরাও প্রতিবেশীর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলি না।'

'তা অবশ্য বলি না। কিন্তু তুমি আজকে রাজি হলে না কেন?'

'হলাম না। যেহেতু আমরা স্বামী-স্ত্রী নই তা ওই পরিচয়ে আজই যেতে ইচ্ছে করল না। যদি যাই তাহলে কি তুমি বলতে পারবে আমরা একসঙ্গে কিছুদিন থাকতে এসেছি? তার ওপর নির্ভর করবে আমরা বিয়ে করব কি না।' তাকাল মালিনী।

'তুমি যদি চাও তা হলে আমি বলতে পারি।'

'আমি যদি চাই? তুমি নিজে কী চাও?'

'আমি চাই না এখানকার লোকজন আমাদের নিয়ে আলোচনা করুক।'

'তাহলে বোঝো। কলকাতা থেকে বেরিয়ে এসেও আমরা কলকাতাকে ছাড়তে পারছি না। ছেড়ে দাও এসব কথা।'

লাঞ্চের পর রঞ্জন মরিয়া হল দূরত্ব ঘোচাতে। নির্জন ঘরে মালিনীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আর মতপার্থক্য নয়। এসো ভাব করি।'

মালিনী হাসল, 'ঝগড়া হয়েছে কোথায় যে ভাব করব?'

'তোমার কথা শুনলে মনে হয় তুমি অধরা, দূরের মানুষ হয়ে আছ।'

'পাগল।' রঞ্জনের গলায় কপাল রাখল মালিনী।

'আমি মোবাইল এনেছি বলে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ?'

www.MurchOna.com

‘না। তবে মেয়ের সঙ্গে কথা না বলে অত তাড়াতাড়ি লাইন কেটে দিলে বলে খারাপ লাগছে। তোমার মেয়ে কি এই ব্যবহার আশা করেছিল ?’

‘না।’

‘ওটাকে নিশ্চয়ই অফ করে রেখেছ ? নইলে বাজত।’

‘হ্যাঁ। মানে -- ।’

‘অন কর। এত লুকোচুরি আমার ভাল লাগে না।’

‘অন করলেই ওর ফোন আসবে। আমরা কোথায় আছি জেনে যেতে পারে।’

‘আমরা নয়, তুমি। জানলে কী হবে ? নিশ্চয়ই এতদূরে আসবে না।’

অতএব মোবাইল বের করে সেটাকে চালু করল রঞ্জন।

মালিনী ওকে জড়িয়ে ধরল। আদর করতে করতে বলল, ‘এত লুকোচুরি কেন ? তুমি কি কোনও অন্যায় করছ ?’

‘না।’

‘তাহলে ?’

রঞ্জন ওকে জড়িয়ে ধরে খাটের উপর চলে এল। কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে ওরা সুখের ঢেউ-এর ওপর উঠতে লাগল। এবং তখনই মোবাইল ঝনঝন করে জানান দিল। চমকে উঠেছিল মালিনী। সরে গিয়ে বলল, ‘ধর।’

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সেটটা অন করে হ্যালো বলতেই রঞ্জন শুনল, ‘নমস্কার রঞ্জনবাবু, সুজিত রায় বলছি। আপনার ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম ডিউ হয়েছে, চেকটা কবে দেবেন ?’

‘আমি এখন কলকাতার বাইরে আছি। ড্রাফট করে পাঠিয়ে দেব। রাখছি।’ লাইন কেটে দিল রঞ্জন।

‘কে ?’ মালিনী জিজ্ঞাসা করল।

www.MurchOna.com

'ইনস্যুরেন্স এজেন্ট। এই হল মুশকিল।'

'প্রিমিয়াম দিয়ে আসোনি?'

'মনে ছিল না।'

মালিনী উঠে গেল বিছানা থেকে। রঞ্জন বুঝল এখন নতুন করে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সে উঠে দাঁড়াল, 'তুমি কি এখন ঘুমাবে?'

'দেখি।' মালিনী বলল।

'আমি একটু ঘুরে আসি।'

'এসো।'

রাস্তায় নেমে রঞ্জনের মনে হল সে বাইরে যাচ্ছে শুনে মালিনী খুশি হল। যেন ওই মুহূর্তে তাকে ঠিক মেনে নিতে পারছিল না সে। শালা এজেন্টটা ফোন করার আর সময় পেল না। মোবাইলটা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল রঞ্জন। এখন মনে হল এই যন্ত্রটাকে কলকাতায় রেখে এলেই ভাল হত।

পাবের কাছে পৌঁছে রঞ্জন রাস্তা থেকে নামল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল এই দুপুরেও আট নয়জন মানুষ বিভিন্ন টেবিলে বসে বিয়ার খাচ্ছে। সবাই বৃদ্ধ। তাকে দেখে অবাক হয়েছে ওরা। জানলার পাশের টেবিলে গিয়ে বসল রঞ্জন। এখান থেকে ভ্যালিটার অনেকখানি দেখা যচ্ছে।

'ইয়েস স্যার।' এক বুড়ো ওয়েটার সামনে এসে দাঁড়াল।

'বিয়ার।'

'ইন জাগ, বটল আর ক্যান?'

'বটল।'

লোকটা এক বোতল বিয়ার আর গ্লাস দিয়ে গেল। চুমুক দিল রঞ্জন। বাহ, পাবের ভেতরে ঠান্ডা কম। আরাম করে বসে বিয়ার খেতে লাগল সে। তিনটে বোতল শেষ হওয়ার পর চোখ তুলে চমকে উঠল। মালিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মালিনী বলল, 'বসতে পারি।'

www.MurchOna.com

'নিশ্চয়ই'। নিজের কথা নিজের কাছেই জড়ানো বলে মনে হল। সে তাকাল। সবকটি বৃদ্ধ তাদের দেখছে। এখানে মালিনী ছাড়া কোনও মেয়ে নেই।

বৃদ্ধ ওয়েটার এসে দাঁড়াল, 'ইয়েস !'

'জিন'। মালিনী বলল।

'উইথ টনিক ?'

'ইয়েস।'

'তুমি বিয়ার খেতে পারতে। দিনের বেলায় -- ।'

'দিন শেষ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া আপ রুচি খানা।'

জিন এল। আলাদা গ্লাসে টনিক এবং জল। রঞ্জন মিশিয়ে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে মালিনী হাত লাগাল। রাগ হয়ে গেল রঞ্জনের। বলল, 'তুমি আমাকে খামোকা অপমান করছ ?'

'আমি ? ঠিক উল্টোটা বলছ।'

'বেশ। তুমি যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে।'

'কেন ? মানতে হবে কেন ?' মালিনী জিনের গ্লাস মুখে তুলল।

'নইলে শান্তি থাকবে না।' অম্লান বদনে বলল রঞ্জন।

রাত আটটা নাগাদ মালিনী বলল, 'এবার উঠব।'

'চল। ওয়েটার।' গলা তুলল রঞ্জন।

'আমার বিলটা আলাদা দিতে বল।' মালিনী বলল।

'কেন ?'

'কারণ আমি যা খেয়েছি তার দাম আমি দেব।'

'কী আরম্ভ করেছ।' মেজাজ চড়ছিল রঞ্জনের।

www.MurchOna.com

বেয়ারা বিল আনলে সে পুরোটা পে করে দরজার দিকে এগোল। ঠিক তখনই সেজেগুজে মিস্টার গোমেজ পাব-এ ঢুকলেন। মুখোমুখি হতেই তিনি হাসলেন, 'গুড ইভনিং রঞ্জন। ও হিয়ার ইউ আর, গুড ইভনিং।' মালিনীর দিকে তাকালেন তিনি।

'আপনি এই এলেন ?' মালিনী হাসল।

'হ্যাঁ। ডিনারের পর একটু ওয়াইন খেতে আসি রোজ। তোমাদের কি খুব তাড়া আছে ? নইলে আমার সঙ্গে বসতে পার।' বৃদ্ধ বললেন।

'একটু -- ।' রঞ্জন বলল।

'ওয়েল, রঞ্জন, তুমি না হয় এগোও, আমি মিস্টার গোমেজের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকি। আমার তো ফিরে যাওয়ার কোনও তাড়া নেই।' মালিনী বলল।

রঞ্জন ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। এটা কী করল মালিনী। জেনেশুনে অপমান ? একটু আগে তো ওই উঠতে চেয়েছিল। হন হন করে বাড়ির দিকে হাঁটছিল সে। এখন বাইরে খুব ঠান্ডা। আকাশ পরিস্কার। আচমকা মোবাইল শব্দ করে উঠল। অসতর্ক ভঙ্গিতে সেটাকে অন করে জড়ানো গলায় হ্যালো বলল রঞ্জন, হাঁটতে হাঁটতে।

'বাবা !' মিলানের গলা।

'হ্যাঁ, বল, কী বলবে ?' নিজেকে শান্ত করতে পারছিল না রঞ্জন।

'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন ? কী হয়েছে তোমার ?' মিলান চেঁচালো।

দাঁড়াল রঞ্জন। কোনওরকমে গলার স্বর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল, 'কিছু না। আমি, আমি আজ ফোন করেছিলাম। তুই যেন কোথায় ছিলি -- ।'

'বাবা। তুমি কতটা খেয়েছ ?'

'নট মাচ। নট মাচ।'

'তুমি এখন কোথায় আছ ?'

এতক্ষণে মাথা সামান্য পরিষ্কার হল রঞ্জনের। বলল, 'একটা অজ পাহাড়ে। পাঠানকোট থেকে যেতে হয়। আমি ভাল আছি, তুই চিন্তা করিস না।'

'তোমার জন্যে খুব ভয় করছে বাবা। কবে আসবে ?'

'আসব।'

'বাবা।'

'কী ?'

'না। আজ না। তুমি যখন না খেয়ে থাকবে তখন বলব। গুড নাইট।

ফোন অফ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জন। আমি মাতাল, একটা পাতি মাতাল হয়ে গিয়েছি ? কী এমন কথা যা মিলান এখন বলতে পারল না ?

বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দাঁড়াল রঞ্জন। সুজাতা আর একটি ছেলে আসছে। সুজাতা বলল, 'আমার কাজ অনেক আগে হয়ে গেছে সাব।'

'এ কে ?'

'আমার বর। দেরি দেখে নিতে এসেছে। যাচ্ছি।' ওরা চলে গেল।

উপরে উঠে দেখল টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। খেয়ে নিলে কেমন হয় ? না। মালিনীর জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। বুড়ো গোমেজের সঙ্গে কী কথা বলছে সে ? গোমেজ যদি বুড়ো না হয়ে মধ্যবয়স্ক হত তাহলেও কি থেকে যেত ? সপ্তাহের কয়েক সন্ধে বাইরে থেকে গিয়ে দেখা করতে কোন মানুষের কিছুই ভাল করে বোঝা যায় না। মালিনীর এই দিকটা তার অজানা ছিল।

হুইস্কির বোতল বের করে বসল সে নিজের ঘরে।

www.MurchOna.com

না। ঝগড়া করার জন্যে সে এখানে আসেনি। দুজন দুজনকে বুঝতে এসেছে। যেসব ব্যাপারে অমিল হচ্ছে সেইসব ব্যাপার নিয়ে কাল সকালে মালিনীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। সেগুলো শুধরে নিতে হবে। কিন্তু এতটা পথ এই রাত্রে মালিনী একা ফিরবে কী করে ? যদি গোমেজ ওকে পৌঁছে না দেয় ? যদি তা দেয় তাহলেও তার তো একটা কর্তব্য আছে। তখন রাগ করে চলে আসা উচিত হয়নি।

গ্লাস শেষ করতেই মিলানের কথা মনে এল। কী বলতে চাইছিল মিলান ? কী কথা ? ধৈর্য রাখতে পারল না রঞ্জন। সেল অন করে বোতাম টিপল। জয়ন্ত ফোন ধরল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

'জয়ন্ত, মিলান কোথায় ?'

'নীচে। বাবা ডিনার করছেন, ওখানে।'

'ও।'

'ডেকে দেব ?'

'না। আসলে ও আমাকে একটা খবর দিতে চাইল, বলল না।'

জয়ন্ত হাসল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। খবরটা ওই দেবে আপনাকে।'

'কী খবর ?' হঠাৎ মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল রঞ্জনের, 'খারাপ কিছু ?'

'না না। আমি বললে ও রেগে যাবে।'

'ও। তাহলে কি মিলান -- ।' চিৎকার করল রঞ্জন।

'আমি আপনাকে কিছু বলিনি। এই যে, ও এসে গেছে, বাবা।'

মিলানের গলা, 'কী ব্যাপার ? এই তো কথা হল।'

'মিলান, মাগো, তুই কি মা হতে যাচ্ছিস ?' রঞ্জনের গলায় পৃথিবীর সব আবেগ।

'হুঁ।' খুব নিচু স্বরে বলল মিলান।

'আমার খুব ভাল লাগছে রে, আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর দ্য ডে।'

www.MurchOna.com

'তুমি খেয়েছ ?'

'খাব।'

'খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। কাল কথা বলব। হ্যাঁ ?'

লাইন কেটে দ্বিতীয় গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চিৎকার করল রঞ্জন, 'নাউ, আমি দাদু হতে যাচ্ছি। কী কান্ড। গ্লাস শেষ করেই মনে হল মালিনীকে খবরটা দেওয়া দরকার। তাছাড়া ওকে পাব থেকে নিয়ে আসতে হবে।'

দ্রুত বেরিয়ে পড়ল সে। হঠাৎ ললিতার কথা মনে পড়ল। সে জানতেও পারল না তার চলে যাওয়ার পর কী কী কাণ্ড ঘটে গেল। আমি যখন থাকব না তখন মিলান থাকবে, মিলান যখন থাকবে না, তখন ওর সন্তান থাকবে। আর ওদের থাকার মধ্যেই ললিতা বেঁচে থাকবে, আমিও থেকে যাব। এটাই নিয়ম।

হাঁটতে গিয়ে এখন পা ঠিকঠাক পড়ছে না। পাব কোথায় ? এতক্ষণে তো পাবের আলো দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। চারপাশ এত অন্ধকার কেন ? মনে হল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে উল্টো রাস্তায় চলে আসেনি তো ? রঞ্জনের মাথা কাজ করছিল না।

অন্ধকারে কিচ্ছু ভাল ভাবে দেখতে পাচ্ছিল না। মনে হল একটু বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। রাস্তার পাশে একটা কালভার্টের উপর বসে পড়ল সে।

প্রচন্ড শীতে কাঁপুনি বাড়তেই ঘুম ভেঙে গেল রঞ্জনের। প্রথমে সে ঠাহরই করতে পারল না কোথায় শুয়ে আছে। তারপর মাথা পরিস্কার হতেই উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যেই মাথা ভার হয়ে গেছে, হাত মুখ ঠান্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম। দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। যে বাড়িটার সামনে আলো জ্বলছে সেখানেই যে তারা উঠেছে চিনতে অসুবিধা হল না। উপরে উঠে দেখল তার ঘরের দরজা খোলা। পাশের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। চুপচাপ বিছানায় চলে গেল রঞ্জন। কম্বল টেনে মুড়ি দিয়েও তার কাঁপুনি কমছিল না।

সকালে সুজাতা তার ঘুম ভাঙাতে পারল না। চা দিয়ে গেল।

www.MurchOna.com

ঘুম যখন ভাঙল তখন ঘড়িতে বারোটা বাজে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, শরীরে উত্তাপ, জিভ শুকনো। সমস্ত শরীরে বেদনা।

'সাব। আপনার অসুখ করেছে?' সুজাতা দরজায়।

'ঠিক হয়ে যাবে। একটু জল দাও।' কোনওমতে বলল রঞ্জন। সুজাতা জল এনে দিলে সেটা খেয়ে বলল, 'মেমসাব কোথায়?'

একটা চিরকূট এগিয়ে দিল সুজাতা। লাল চোখে অক্ষরগুলো পড়ল রঞ্জন। 'পারলাম না। দায় আমারই। যে বয়সে সব মেনে নেওয়া যায় সেই বয়সটা যে অনেক কাল আগেই পেরিয়ে এসেছি। ভাল থেকো। মালিনী।'

'মেমসাব সাড়ে নটার বাস ধরে ডালহৌসি চলে গিয়েছেন সাব।' সুজাতা বলল।

অসাড় হয়ে গেল রঞ্জন। মালিনী তাকে কিছু না বলে চলে গেল। যদি তার আচরণে অসঙ্গতি পেয়ে থাকে তা হলে বলে যেতে পারত না? পাশের ঘরে গিয়ে দেখল কোনও স্মৃতি রেখে যায়নি মালিনী। দ্রুত পোশাক বদলে রাস্তায় নামল সে। জিজ্ঞাসা করে চলে এল বাস স্ট্যান্ডে। সেখানে কোনও বাস দাঁড়িয়ে নেই। জানল সকাল সাড়ে নটার পর আবার বাস আসবে দেড়টায়। অর্থাৎ ওই বাসে গেলে মালিনীকে ডালহৌসিতে পাওয়া যাবে না।

কলকাতা থেকে এক পিঠের টিকিট কেটে প্লেনে চেপে এসেছিল ওরা। সাড়ে নটার বাসে ডালহৌসি পৌঁছে আবার বাস ধরে পাঠানকোট পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে মালিনীর। সেক্ষেত্রে সন্ধেবেলায় কলকাতার ট্রেনের নাগাল পেয়ে যাবে ও। এখন পুরো ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা পাঠানকোটে স্টেশনে গেলে হয়তো ট্রেন ছাড়ার আগে পৌঁছতে পারা যায় কিন্তু তার জন্য বহু টাকা ভাড়া দিতে হবে। আর মালিনী যে কলকাতার ট্রেনে উঠবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? দিল্লির ট্রেনে উঠলে হয়তো ওইভাবে যাওয়ার কোনও মানে থাকবে না। রঞ্জন হতাশ হল।

বাড়ি ফিরে এল সে। স্নান সেরে সুজাতার দেওয়া লাঞ্চ করল।

খাওয়ার পর সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, মেমসাব তো চলে গেছে, কিন্তু আপনি কি এখানে একা থাকবেন?'

'কেন? তোমার কী দরকার?' রঞ্জন বিরক্ত হল।

'এখানে মেমসাব না থাকলে আমার বর কাজ করতে দেবে না।' মাথা নিচু করল সুজাতা। চমকে উঠল রঞ্জন। এই মেয়েটা অথবা ওর স্বামী তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মালিনী

www.MurchOna.com

ছিল বলে সে বিশ্বাসযোগ্য ছিল ?

রঞ্জন মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে। এখনই যেতে চাও ?'

'না। রাতের খাবার করে দিয়ে যাব।'

'তখন মাইনে নিয়ে নিও।'

'ঠিক আছে সাব।'

খুব বিচ্ছিরি লাগছিল। এরপরে এখানে একা থেকে কি লাভ ? কেয়ারটেকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এই কদিনে চলে গেলে এক মাসের জমা দেওয়া ভাড়া ফেরত পাওয়া যাবে না। না যাক। একা একা ভূতের মতো এই নির্জন বাড়িতে সে কী করে থাকবে ?

কিছুক্ষণ পর মনে হল, কেন থাকবে না। কলকাতার বাড়িতেও তো সে একাই থাকত। হয়তো দশমাস নয় কিন্তু মাস দুই তিন তো থাকতেই পারে। কেয়ারটেকারকে বলতে হবে আর একটা কাজের লোকের ব্যবস্থা করে দিতে।

সাড়ে তিনটের সময় সেজেগুজে বের হল রঞ্জন। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে পৌঁছলো মিস্টার গোমেজের বাড়িতে। ভদ্রলোক তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত, 'আসুন, আসুন। আমি আমার স্ত্রীকে বলে রেখেছি আপনারা আসবেন।'

'সরি, মিস্টার গোমেজ। মালিনী কলকাতায় ফিরে গেছে।'

'তাই ? নিশ্চয়ই হঠাৎ কোনও সমস্যা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'শী ইজ এ নাইস লেডি। খুব বুদ্ধিমতী।'

'কী করে বুঝলেন ?'

'বোঝা যায়, চোখ দেখলে বোঝা যায়। কবে ফিরছেন উনি।'

'জানি না।'

'ফিরবেন, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন। কাল রাত্রে উনি আমাকে বলেছেন ওঁর জীবনের

www.MurchOna.com

সবচেয়ে ভাল সময়টা কাটছে এখানে আসার পর। নিশ্চয়ই ফিরবেন। আসুন ভেতরে।'

'আজ নয় মিস্টার গোমেজ। আপনাকে খবরটা জানাতে এসেছি। অন্য আর একদিন আসব। আজ আমি খুব ডিস্টার্বড।'

'আই সি। বেশ। অন্তত আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করে যান। বেচারি একেবারে শয্যাশায়ী, নইলে ওই এখানে আসতো।'

অতএব মিস্টার গোমেজকে অনুসরণ করল রঞ্জন।

ধবধবে সাদা বিছানায় এক লোলচর্ম বৃদ্ধা শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার সব চুল সাদা। মিস্টার গোমেজ বললেন, 'মার্থা, ইনি রঞ্জন, ওদের কথা বলেছি। মালিনী চলে গিয়েছে কলকাতায় তাই আসতে পারল না।'

মথা নাড়লেন, 'আপনাকে দেখে ভাল লাগছে।'

'কী হয়েছে আপনার ?'

মার্থা হাসলেন, 'আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদন্ডে আঘাত পেয়েছিলাম। কোমরের নীচটা অবশ হয়ে গিয়েছে। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। লাভ হয়নি কিছু। কিন্তু আমার এখন কষ্ট হয় না। ওর কাছে সারা পৃথিবীর খবর শুনি রোজ।' মিস্টার গোমেজ স্ত্রীর কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন।

ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মন উদাস হয়ে গেল রঞ্জনের। বুকের ভেতর অদ্ভুত এক অনুভূতি যার ব্যাখ্যা সে নিজেই পাচ্ছিল না।

ভিলেজ পাব-এ ঢুকে পড়ল সে। কাল যেখানে বসেছিল সেই জানলার ধারের টেবিলটা আজও ফাঁকা। চেয়ার টেনে বসতেই ওয়েটার এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ার ?'

মাথা নাড়ল রঞ্জন, 'নো। হুইস্কি।'

লোকটা চলে গেল। জানলার বাইরে সবুজ উপত্যকায় শেষ বিকেলের রোদ নেতিয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। ধীরে ধীরে রোদ মরে গেল। এখন শুধু ছায়া। উপত্যকার রং বদলাচ্ছে দ্রুত। একটু পরেই কালচে হয়ে গেল চরাচর।

তারপরেই পাহাড়ের খাদ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে লাগল অন্ধকার। হাওয়া বইল। সেই হাওয়া যেন অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে দিল।

www.MurchOna.com

ওয়েটার গ্লাস দিয়ে গিয়েছিল এর মধ্যে। গ্লাসটার দিকে তাকাল সে। হঠাৎই পান করার বাসনাটা চলে গেল রঞ্জনের। গ্লাস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সোনালি রঙের তরল পদার্থ এদিক ওদিক হচ্ছে গ্লাসের ভিতর। রেখে দিল গ্লাসটাকে টেবিলে। তারপর চুপচাপ অন্ধকার দেখতে লাগল।

এর মধ্যে ওয়েটার এসে পুরো গ্লাস দেখে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। শেষ পর্যন্ত দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এল সে।

আধা অন্ধকার রাস্তায় হাঁটছিল রঞ্জন। মালিনীর ওপর তার আর একটুও রাগ নেই। চলে গিয়ে ভালই করেছে মালিনী। পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে, দীর্ঘকাল একা থেকে থেকে যে নিজের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারে না সে অন্যের সঙ্গে কী করে মানাবে ? জয়ন্ত, মিলানের স্বামী, ফোন ধরলেই দু-একটা কথার পর মিলানকে রিসিভার দিয়ে দেয় কারণ সে জানে রঞ্জন কথা খুঁজছে। জয়ন্ত কখনওই একা আসে না, মিলানের সঙ্গে এলেও যাই যাই করে। এই বয়সে কোনও নতুন পুরুষ বন্ধু হয়নি রঞ্জনের। একমাত্র মিলান ছাড়া সে কারও সঙ্গে স্বচ্ছন্দ নয়। তাছাড়া এই মুহূর্তে যেটা ভাল লাগল ঠিক পরের মুহূর্তে সেটা প্রায়ই অপছন্দের হয়ে যায় তার। আসলে একা থেকে যে সিস্টেমটায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেটা তার নিজস্ব, মালিনী তাকে মেনে নেবে কেন ?

বাড়ির সামনে পৌঁছে অবাক হল সে। ওপরের ঘর দুটোয় আলো জ্বলছে। সুজাতার আজ অতক্ষণ থাকার কথা নয়। সিঁড়িতে ওর বর অপেক্ষারতও নেই। উপরে উঠে দেখতে পেল টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। কলকাতা হলে সব চুরি হয়ে যেত এতক্ষণে। নিজের ঘরে ঢুকল রঞ্জন। এবং তখনই মনে হল ঘুমাবার আগে পান করা দরকার। বোতল এবং গ্লাস বের করে সযত্নে মদ ঢালল সে।

'আমাকে একটা দাও।'

চমকে উঠল রঞ্জন। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মালিনী। পরনে রাতের পোশাক, সদ্য স্নান করা চুলে এখনও জলের গন্ধ।

একটি কথাও না বলে দ্বিতীয় গ্লাসে মদ ঢেলে জল মিশিয়ে এগিয়ে ধরল রঞ্জন। গ্লাস নিল মালিনী। তারপর খাটের উপর বসল।

চেয়ার টেনে বসে চিয়ার্স বলতে গিয়েও বলল না রঞ্জন। হঠাৎ বুকের ভিতর অজস্র মেঘ আনাগোনা শুরু করেছে টের পেল সে। মনের ভিতর প্রশ্নগুলো ছোবল মারছে, কতদূরে গিয়েছিল মালিনী ? ফিরে এল কখন ? কেন এল ?

www.MurchOna.com

‘কোনও প্রশ্ন করবে না ?’ মালিনী কথা বলল।

মাথা নেড়ে না বল রঞ্জন।

‘আসলে কী জানো, এতগুলো বছর আমাকে এত একা করে দিয়েছে যে নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। যা কিছু করেছি তা নিজের মতো করে করেছি। কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?’

‘রাস্তা ভুল করেছিলাম।’

হাসল মালিনী। ‘ডালহৌসিতে পৌঁছে মনে হল আমার, আমিও রাস্তা ভুল করছি। তাই ফিরে এলাম।’

দুজন মানুষ খানিকটা দূরত্বে থেকেও এক হিমরাতে খুব কাছাকাছি চলে এল একটি শব্দও ব্যয় না করে।

নৈঃশব্দ্য কখনও কখনও শব্দের চেয়ে মূল্যবান হয়।

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com